

মহানবী ﷺ-এর শানে নিবেদিত

কসীদায়ে বুর্দা

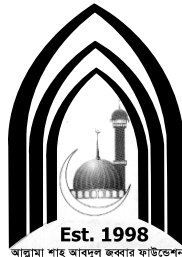
[আরবী-বাংলা]

মূল

ইমাম শরফুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে সায়ীদ আল-বুসীরী رحمۃ اللہ علیہ


অনুবাদ ও বিশ্লেষণ

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী



আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

মহানবী ﷺ-এর শানে নিবেদিত কসীদায়ে বুরদা

মূল: ইমাম শরফুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে সাযীদ আল-বূসীরী 

অনুবাদ ও বিশ্লেষণ : মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

পরিবেশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার রিসার্চ একাডেমির পক্ষে

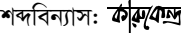
মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহীদ আল-আমীন (হাসনাত), ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

প্রকাশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন, বায়তুশ শরফ জিলানী মার্কেট, চট্টগ্রাম-৪১০০

প্রকাশকাল: রবিউল আওউয়াল ১৪৩৬ হি. = জানুয়ারি ২০১৫ খ্রি.

প্রকাশনা ক্রমিক: ১১৩, বিষয় ক্রমিক: ০৩

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

শব্দবিন্যাস: 

সি/২০৪, পেপার প্লাজা (২য় তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, ফোন: ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ: সাইলেন্স, সিরাজদ্দৌলা রোড, চট্টগ্রাম

মূল্য : ৬০ [ষাট] টাকা মাত্র

Qasida-e-Burda: By: Imam Sharfuddin Muhammad Ibn-a-Saeed Al-Bouseeri (Rh.), Translated In Bangla By: Mohammad Abdul Hai Nadvi, Published By: Allamah Shah Abdul Jabbar Foundation, Baitus Sharaf, Chittagong-4100, Bangladesh, Price: 60

e-mail: abdulhai.nadvi@yahoo.com

saajctg@yahoo.com

www.saaibd.org

সূচিপত্র

লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	০৪
কসীদায়ে বুরদার কতিপয় ফযীলত	০৬
কসীদায়ে বুরদা পাঠ করার নিয়ম	০৮
কসীদা	১৩
প্রথম অধ্যায় : ইশকে রাসূল ﷺ-এর স্মরণে	১৫
দ্বিতীয় অধ্যায় : আত্মসংযমতা	১৭
তৃতীয় অধ্যায় : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রশংসা	১৯
চতুর্থ অধ্যায় : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শুভজন্ম	২৪
পঞ্চম অধ্যায় : হযুর ﷺ-এর মুজিযাসমূহ	২৫
ষষ্ঠ অধ্যায় : কুরআন শরীফের মর্যাদার বর্ণনা	২৮
সপ্তম অধ্যায় : মিরাজের বর্ণনা	৩০
অষ্টম অধ্যায় : নবী করীম ﷺ-এর জিহাদের বর্ণনা	৩২
নবম অধ্যায় : আল্লাহ সমীপে মাগফিরাত	
ও নবী ﷺ সমীপে সুপারিশ ভিক্ষা	৩৫
দশম অধ্যায় : মুনাজাত ও প্রয়োজনের প্রার্থনা	৩৭

লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি অগাধ ভালোবাসা, ভক্তি নিয়ে যুগে যুগে রাসূলপ্রেমিক বহু মনীষী তাঁর প্রশংসা ও জীবন চরিত রচনা করেছেন বিবিধ ভাষায়। আরবী ভাষায় শায়খ শরফুদ্দীন আল-বুসীরী رحمہ اللہ রচিত বহুল আলোচিত কাসীদায়ে বুরদা সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসামূলক দীর্ঘ কবিতাগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবিতা। এ কাসীদায় তিনি প্রিয় নবী ﷺ-এর প্রশংসা করতে গিয়ে যে চমৎকার শব্দ ও উপমা প্রয়োগ করেছেন তা বর্ণনাতীত। কবিতায় তিনি রসূল ﷺ-কে এমন শব্দ দ্বারা উপস্থাপন ও আহ্বান করেছেন যা পাঠ করলেই যে কোন রসূলপ্রেমিকের ঈমান সতেজ হয়। বিশেষ করে তিনি তাঁর কবিতায় অগণিত মুজিয়া বর্ণনা করেছেন এবং প্রিয় নবীর দরবারে নিজের আকুতি প্রকাশ করেছেন। কাসীদায়ে নুমানের মতো কাসীদায়ে বুরদাও আরবী সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ তাই সাধারণ নবীপ্রেমিক পাঠক-পাঠিকার খিদমতে সহজ সরল অনুবাদ প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। ইতিহাসের পাতায় কাসীদায়ে বুরদার ওপর তেমন উল্লেখযোগ্য বেশি কিছু পাওয়া যায় না। সংক্ষেপে যা পেয়েছি তা পাঠকের নিকট উপস্থাপন করা হলো।

শায়খ শরফুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন হাসান আল-বুসীরী رحمہ اللہ ৬০৮ হিজরী সালে মিসরের অন্তর্গত দিলা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দিলা নামক স্থানের এক মহিলাকে বিয়ে করে সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। আল-বুসীরীর মাতুলালয় দিলাতেই তার জন্ম হয়।

তিনি একজন সাধারণ শিক্ষিত লোক ছিলেন। কিন্তু জ্ঞানের গভীরতা তাঁকে শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যায়। পেশা হিসেবে পাণ্ডুলিপি তৈরি করে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি খুবই ধার্মিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এক সময় তিনি বিশেষভাবে রোগাক্রান্ত হন। নানা প্রকার চিকিৎসার পরও তাঁর রোগ ভালো হয়নি। রোগ বৃদ্ধি পেয়ে তিনি অর্ধাঙ্গ রোগে আক্রান্ত হন প্রায় ১৫ বছর। রসূল ﷺ-এর প্রশংসায় জীবন অতিবাহিত করতেন। ৬৯৫ হিজরী সালে তিনি বুসীর নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

রসূল ﷺ-এর শানে কবিতা রচনার কারণ হিসেবে জানা যায়, কবি জীবনের শেষার্ধ্বে এসে অর্ধাঙ্গ রোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসায় নিরাশ হয়ে এ কবিতা রচনা করেন। যাতে কেবল রসূল ﷺ-এর প্রশংসাই প্রশংসা। কোন এক জুমুআবার দিবাগত রাতে আল্লাহ তাআলার প্রতিপূর্ণ আকীদা স্থাপন করে রোগ মুক্তির আশা নিয়ে কবিতা লেখার পর একাকী গৃহে এ কবিতা পাঠকরা আরম্ভ করেন। হঠাৎ তিনি নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়েন। তখন রসূল ﷺ-কে স্বপ্নে দেখতে পান। রসূল ﷺ স্বীয় চাদরখানা শায়খ বুসীরী رحمۃ اللہ علیہ -এর দেহে জড়িয়ে দিয়ে তাঁর রোগাক্রান্ত আপোপরি স্বীয় হাত মোবারক বুলিয়ে দেন। ফলে তিনি পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেন।

পরদিন সকালে তিনি প্রয়োজনবশত বাজারে যেতে থাকেন। এক দরবেশ তাঁর সামনে এসে সালাম করে বললেন, হে শায়খ! হুযুর ﷺ-এর প্রশংসায় আপনার রচিত কবিতাখানা আমাকে শুনান। তিনি বললেন, এ বিষয়ে আমার কবিতা অনেক।

আপনাকে কোন কোনটি শোনাব। দরবেশ বললেন, যে কাসীদা আপনি গতরাত্রে রসূল ﷺ-কে শুনিয়েছেন সে কবিতা। শায়খ বুসীরী رحمۃ اللہ علیہ আঁর্চার্য হয়ে বললেন, এ কবিতা তো কেহ জানে না। আপনি সত্য করে বলুন, কে আপনাকে এ কবিতা শুনায়েছে। দরবেশ বললেন, আপনি গত রাত্রে যখন কবিতাটি হুযুর ﷺ-কে শুনিয়েছেন। তখন আপনার মুখেই আমি শুনেছি।

অবশেষে তাকে কবিতাটি পাঠ করে শুনালেন। অতঃপর সেই ঘটনা সকলের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল। ঘটনাক্রমে ব্যাপারটি তৎকালীন শাসক বাহাউদ্দীন মালিক তাহেরের উযিরের নিকট পৌছল। তিনি এ কাসীদাকে পবিত্র মনে খালি মাথা ও খালি পা অবস্থায় দাঁড়িয়ে পড়েন। তার উপমন্ত্রী পদ হারিয়েছিলেন। তিনি এটা পাঠ করা ও চাদর দিয়ে মুছে ফেলার প্রতি স্বপ্নে ইঙ্গিত পেলেন। তাই তিনি এরূপ করে মহান আল্লাহর রহমতে মুক্ত হলেন।

সাধারণ পাঠক-পাঠিকার উপযোগী করে আরবীর সাথে অর্থসহ কবিতাখানা উপস্থাপন করা হলো। মহান আল্লাহর কাছে আরজ তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর হাবীবের সান্নিধ্য ও সম্ভ্রুতি প্রদান করেন। আমীন।

০১ জুন ২০১১

চট্টগ্রাম

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

কসীদায়ে বুরদার কতিপয় ফযীলত

কসীদায়ে বুরদার বিশেষত্ব গুণাবলি ও ফযীলত অনেক। কতিপয় কিতাবে বিভিন্নভাবে এর আমল ও ফযীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি আমলের কথা উল্লেখ করা হলো:

- আয়ু বৃদ্ধির জন্য ১০০০ বার, বিপদ আপদ নিরসনে ৭১ বার, অকাল-দুর্ভিক্ষ দূরীভূত করনে ৩০০ বার, ধন-সম্পদ অর্জনে ৭০০ বার, সন্তানাদি লাভের জন্য ১১৬ বার, মুশকিল আসানের জন্য ৭৭১ বার পাঠ করতে হয়।
- প্রতিদিন একবার পাঠ করলে যাবতীয় ঝামেলা থেকে মুক্তি লাভ হয়।
- শয়নকালে যে কোন উদ্দেশ্যে পাঠ করলে, স্বপ্নযোগে এর সমাধান পাওয়া যায়।
- দৈনিক একবার করে পাঠ করে গোলাপ জলে ফুক দিয়ে সাত দিন সন্তানকে পান করলে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়।
- কোন বালা-মুসিবত উপস্থিত হলে তিন দিন রোযা রেখে ২১ বার পাঠ করলে, বালা-মুসিবত দূরীভূত হয়। যে ঘরে প্রতিদিন তিনবার পাঠিত হয়, সে ঘরে বালা-মুসিবত আসে না।
- যে ঘরে এ কসীদা পাঠ করা হয়, সে ঘরবাসী সাত প্রকার বিপদ থেকে নিরাপদ থাকে: যথা— জিন-ভূতের আসর, মহামারী, বসন্তরোগ, চক্ষুরোগ, দৈব-দুর্ঘটনা মস্তিষ্কবিকৃতি ও অপমৃত্যু।
- যে ব্যক্তি নিয়মিত এ কসীদা পাঠ করে, সে হযুর আবু বকর সাদিক এর অনুগ্রহ লাভ করে এবং স্বপ্নযোগে হযুর আবু বকর সাদিক—এর সাক্ষাৎ লাভ করে।
- নৌযাত্রীরা এটা পাঠ করলে, ঝড়-তুফান থেকে নিরাপদ থাকা যায়।
- ক্ষেত-খামারে ক্ষতিকর পোকা-মাকড়ের উপদ্রব থেকে এ কসীদা সাতবার পাঠ করে মাটিতে দম করে সে মাটি ছিটে দিলে পোকা-মাকড়ের উপদ্রব কমে যায়।

- যে ঘরে এ কসীদা থাকে, সে ঘর চোর ডাকাতির উপদ্রব হতে নিরাপদ থাকে।
- ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি এক হাজারবার এ কসীদা পাঠ করলে, ঋণমুক্ত হয়।
- মোটকথা যে কোন সৎ উদ্দেশ্যে এ কসীদা পাঠ করে উপকৃত হওয়া যায়। তবে শর্ত হলো যে আমলকারী অবশ্যই সত্যবাদী, হালাল ভোজী, ধর্মপরায়ন, সুনিদ্রাকারী ও সুভাষী হতে হবে।

কসীদায়ে বুরদা পাঠ করার নিয়ম

অযু করে কেবলামুখী হয়ে কসীদার আগে পরে সতেরবার এ দরুদ শরীফ পাঠ করবেন।

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.

অতঃপর بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পাঠ করে নিম্নেবর্ণিত আল্লাহ আলার পবিত্র ৯৯ নাম পাঠ করবেন।

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ.

১	الرَّحْمَنُ	অসীম দয়ালু	২	الرَّحِيمُ	অতীব কৃপাবান
৩	الْمَلِكُ	মহান সম্রাট	৪	الْقُدُّوسُ	পরম পবিত্র
৫	السَّلَامُ	চিরশান্তিময়	৬	الْمُؤْمِنُ	অভয়দানকারী
৭	الْمُهَيْمِنُ	রক্ষাকর্তা	৮	الْعَزِيزُ	প্রভাবশালী মহাসম্মানিত
৯	الْجَبَّارُ	বলদর্পী	১০	الْمُتَكَبِّرُ	প্রতাপশালী
১১	الْخَالِقُ	স্রষ্টা	১২	الْبَارِئُ	সৃষ্টিকর্তা
১৩	الْمُصَوِّرُ	আকৃতিদাতা	১৪	الْغَفَّارُ	অসীম ক্ষমাশীল
১৫	الْقَهَّارُ	সর্বজয়ী	১৬	الْوَهَّابُ	চরমদাতা

১৭	الرَّزَاقُ	জীবিকাদাতা	১৮	الْفَتَّاحُ	বড়ই করুণাদ্বার উন্মুক্তকারী
১৯	الْعَلِيمُ	সবজান্তা	২০	الْقَابِضُ	জীবিকা হ্রাসকারী
২১	الْبَاسِطُ	জীবিকা প্রসারক	২২	الْخَافِضُ	শত্রু দমনকারী
২৩	الرَّافِعُ	উচ্চস্থরদাতা	২৪	الْمُعِزُّ	মর্যাদা প্রতিষ্ঠাতা
২৫	الْمُذِلُّ	মর্যাদানাশক	২৬	السَّمِيعُ	সর্বশ্রোতা
২৭	الْبَصِيرُ	সর্বদর্শী	২৮	الْحَكَمُ	আদেশক
২৯	الْعَدْلُ	সুবিচারক	৩০	اللَّطِيفُ	সুক্ষ্মদর্শী
৩১	الْخَبِيرُ	মহাসতর্ক	৩২	الْغَفُورُ	ক্ষমাবান
৩৩	الْعَظِيمُ	সুমহান	৩৪	الْعَلِيُّ	মহিমান্বিত
৩৫	الشَّكُورُ	কৃতজ্ঞতার মূল্যদানকারী	৩৬	الْحَفِيفُ	সংরক্ষক
৩৭	الْكَبِيرُ	সর্বোর্ধ্ব	৩৮	الْحَسِيبُ	হিসাব যথেষ্টকারী
৩৯	الْمُقِيتُ	বলপ্রদাতা	৪০	الْكَرِيمُ	দয়াশীল
৪১	الْجَلِيلُ	মহাপ্রতাপ	৪২	الْمُحِيبُ	প্রার্থনা মঞ্জুরকারী
৪৩	الرَّقِيبُ	রক্ষক	৪৪	الْحَكِيمُ	মহাতত্ত্ববিদ
৪৫	الْوَاسِعُ	অশেষ কৃপাবান	৪৬	الْمُعِذُّ	প্রতিভাময়
৪৭	الْوَدُودُ	পরমবন্ধু	৪৮	الشَّهِيدُ	সর্বব্যাপী সর্বত্র
৪৯	الْبَاعِثُ	পুনরুজ্জীবন- দাতা	৫০	الْوَكِيلُ	কর্মসম্পাদন- কারী

৫১	الْحَقُّ	সদাসত্য	৫২	الْمَتِينُ	মজবুত ও প্রবল
৫৩	الْقَوِيُّ	পরাক্রমশালী	৫৪	الْحَمِيدُ	বড়গুণীজন
৫৫	الْوَلِيُّ	মালিক ও বন্ধু	৫৬	الْمُبْدِئُ	আদিপ্রস্টা
৫৭	الْمُحْصِي	প্রভাবে সর্বত্র বিস্তৃত	৫৮	الْمَيِّتُ	মৃত্যুদাতা
৫৯	الْمُحْيِ	প্রাণদাতা	৬০	الْقَيُّومُ	চিরস্থায়ী সর্বাভিভাবক
৬১	الْحَيُّ	অমর	৬২	الْمَاجِدُ	মহাত্ম্যপূর্ণ
৬৩	الْوَاحِدُ	অনাভাবী	৬৪	الْأَحَدُ	একক
৬৫	الْوَاحِدُ	অনন্য	৬৬	الْقَادِرُ	ক্ষমতামালা
৬৭	الصَّمَدُ	বেপরোয়া	৬৮	الْمُقَدِّمُ	বাধ্যদের অগ্রসরকারী
৬৯	الْمُقْتَدِرُ	ক্ষমতা প্রয়োগকারী	৭০	الْأَوَّلُ	সর্বআদি
৭১	الْمَوْحِئُ	অবাধ্যদের পশ্চাতে নিষ্ক্ষেপকারী	৭২	الظَّاهِرُ	গুণের প্রকাশকারী
৭৩	الْآخِرُ	সর্বঅন্ত	৭৪	الْوَالِي	কর্মসম্পাদক
৭৫	الْبَاطِنُ	সৃষ্টির থেকে নিহিত	৭৬	الْبَرُّ	পরোপকারী
৭৭	الْمُتَعَلِّی	মহামাষিত	৭৮	الْمُنْعِمُ	নিয়ামতদাতা
৭৯	التَّوَّابُ	পরম তাওবাগ্রহীতা	৮০	الْعَفُو	ক্ষমাকারী

৮১	الْمُتَّقِمُ	প্রতিশোধ গ্রহণকারী	৮২	مَالِكِ الْمُلْكِ	সর্ববিশ্বের বাদশা
৮৩	الرَّؤُفُ	করণাময়	৮৪	الرَّحْبُ	প্রতিপালক
৮৫	ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ	মহামান্বিত আর অতি বড়দাতা	৮৬	الْجَامِعُ	সমবেতকারী
৮৭	الْمُقْسِطُ	সুবিচারক	৮৮	الْمُعْنِي	বে-নিয়ায করনেঅলা
৮৯	الْغَنِي	অনন্যনির্ভর	৯০	السَّتَّارُ	পাপরাশি গোপনকারী
৯১	الْمُعْطِي	দাতা	৯২	النَّافِعُ	উপকারী
৯৩	الضَّارُّ	অনিষ্ট হটানেঅলা	৯৪	الْمُعَادِي	সত্য পথপ্রদর্শক
৯৫	النُّورُ	আলো	৯৬	الْبَاقِي	সর্বস্থায়ী
৯৭	الْبَدِيعُ	নবোদ্ভাবণকারী	৯৮	الْمُعِيدُ	পুনঃ জীবনদাতা
৯৯	الْوَارِثُ	তাবৎ জগত প্রলয় অহিস্থমান		اللَّهُ	আল্লাহ

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

‘যার সমতুল্য ও সমকক্ষ কিছুই নেই। আর তিনি সর্বশ্রোতা।’^১

عَفْرَانِكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْبَصِيرُ ۝

‘ওগো আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে ক্ষমাকর, তোমার নিকটই যেতে হবেই।’^২


نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۝

‘তুমি অতিসুন্দর মওলা, অতিসুন্দর সাহায্যদাতা।’

^১ আল-কুরআন, সূরা আশ-শুৱা, ৪২:১১

^২ আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:২৮৫

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ
الرَّاحِمِينَ.

এবং ওগো আল্লাহ! সৃষ্টি সেরা মহামানব মুহাম্মদ -এর ওপর তুমি
অফুরন্ত অনর্গল রহমত নাযিল কর এবং তাঁর বংশধর, সহচরবৃন্দ
সকলেরই ওপর। ওগো সর্বশ্রেষ্ঠ করুণানিলয়! তোমারই করুণা হতে।

অতঃপর নিম্ন বর্ণিত এ কাসীদা বুরদা পাঠ করবেন:

^১ আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল, ৮:৪০

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذِي الْأَنْعَامِ وَالْكَرَمِ	১	حَمْدًا كَثِيرًا يُؤَازِي كَثْرَةَ النَّعَمِ	ম
---	---	--	---

১. সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি বখশীশ ও করুণার আধার। যার অগণিত নেয়ামতের জন্য অগণিত শোকর।

ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ	২	سَيِّدِ الْأَنْبِيَا	আই ফি নস ম
--	---	----------------------	------------

২. অতঃপর সৃষ্টিকুলের সেরা, নবীগণের সরদার মুহাম্মদ মুস্তফা আল-মুস্তাফা-এর প্রতি দরুদ।

لَوْلَاهُ مَا خَلَقَ الْأَفْلَاكَ خَالِقُهَا	৩	لَوْلَاهُ مَا خَرَجَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَدَمٍ	ম
--	---	---	---

৩. তাঁর আল-মুস্তাফা সৃষ্টির লক্ষ্য না থাকলে স্রষ্টা আসমান জমিন সৃষ্টি করতেন না। তিনি আল-মুস্তাফা না হলে মানুষের আবির্ভাব হতো না।

أَرْسَلَهُ بِالْهُدَىٰ لِلنَّاسِ أَجْمَعِهِمْ	৪	أَرْسَلَهُ رَبُّهُ بِالْعِلْمِ وَالْ	জিলম
---	---	--------------------------------------	------

৪. আল্লাহ তাআলা তাঁকে সর্ববিধ জ্ঞান ও হেকমত দিয়ে মানব কুলের পথ প্রদর্শক হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

بِقَهْرٍ ۝ فَتَحَ الْبُلْدَانَ قَاطِبَةً	৫	بِلُطْفٍ ۝ مَلَكَ الْأَفَاقِ وَالْكَرَرِ	ম
--	---	--	---

৫. তিনি তাঁর প্রভাব দ্বারা অনেক শহর-বন্দর জয় করেন এবং কোমলতা ও করুণা দ্বারা মানুষের মন জয় করেন।

بِإِلَهِ خُلِقَ كَرَّمَهُ بِاللُّطْفِ أَكْرَمَهُ	৬	فَهُوَ الْكَرَامَةُ مِنْ فَوْقِ	إِلَى قَدَمِ
--	---	---------------------------------	--------------

৬. তাঁর সৎস্বভাব ও বিনয়-নম্রতার দরুন আল্লাহ তাঁকে পরম মর্যাদাবান করেছেন, তিনি আপাদমস্তক অলৌকিক বৈশিষ্ট্যময়।

رَسُولُنَا أَفْصَحُ الصَّنَفَيْنِ أَمْلَحُهُمْ	٧	نَبِينَا قَدْ أُوتِيَ جَوَامِعَ الْكُلِّ م
--	---	--

৭. আমাদের রসূল ﷺ আরব আযমের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ, তাঁকে অসামান্য তথা বহু অনন্য বাণী দান করা হয়েছে।

لَهُ مَخَاسِنٌ لَا تُحْصَى عَجَائِبُهَا	٨	لِأَنِّهَا قَطَرَاتُ الْيَمِّ وَالْدِّي م
---	---	---

৮. তাঁর গুণাবলি গণনা অকল্পনীয়। কারণ এগুলো সিন্দু বিন্দু ও বারিবিন্দুর মতো অগণিত।

لَهُ عَلَى أُمَّةٍ مُّظْلَمَةٍ طَلَبَتْ	٩	كَثِيرٌ حَقٌّ لَهُ حَقَّتْ عَلَى الدِّمِّ م
---	---	---

৯. ঘোর অন্ধকারে পতিত সত্যের সন্ধানী উম্মতের ওপর তাঁর অনেক অধিকার আছে। তাদের জিম্মায় রয়েছে তাঁর অনেক প্রাপ্য।

صَلُّوا عَلَيْهِ كَمَا صَلَّى إِلَٰهٌ لَهُ	١٠	وَسَلَّمُوا سَرْمَدًا لِلشَّافِعِ الْأُمِّ م
--	----	--

১০. তাঁর প্রতি দরুদ প্রেরণ করুন, যেভাবে আল্লাহ তাঁর প্রতি দরুদ প্রেরণ করেন এবং সদা সালাম প্রেরণ করুন উম্মতের সুপারিশকারীর প্রতি।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِهٖ	١١	وَاَصْحَابِهٖ اَبَدًا بِالْفَضْلِ وَالْكَرَمِ م
---	----	---

১১. হে আল্লাহ! মুহাম্মদ ﷺ তার পরিবার ও সাহাবায়ে কিরামের প্রতি মেহেরবানী ও করুণা করে সর্বক্ষণ রহমত নাযিল করুন।

اٰمِيْنُ يَا رَبَّنَا مَا دَامَ نَاَزِلَةٌ	١٢	اِجَابَةٌ وَجَبَتْ لِلدَّعْوَةِ النَّدِّ م
--	----	--

১২. হে আল্লাহ! হুযুর ﷺ-এর প্রতি যাবৎ দরুদ প্রেরিত হবে, তাবৎ আমাদের দু'আ কবুল করুন। দু'আ কবুলের জন্য অনুতাপ অবিচ্ছেদ্য।

صَلِّ إِلَٰهٌ عَلَىٰ آلِ مَبْعُوثٍ لِلْأُمِّ م	١٣	مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَجِ م
--	----	---

১৩. হে আল্লাহ! উম্মতগণের রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ এবং যিনি আরব আজমের সরদার তাঁর প্রতি দরুদ প্রেরণ করুন।

وَعَلَىٰ مَنْ مَّدَحَهُ مِنْ بَيْنِ الْوَرَىٰ	۱۴	مَدْحًا مُبْدَرْجًا فِي هَذِهِ الْكَلِمِ
---	----	--

১৪. অনুগ্রহ করুন, সেই ব্যক্তির প্রতি, যিনি এ আরবী বাক্যসমূহ দ্বারা হুযুর ﷺ এর গুণকীর্তন করবে।

এবার পুনরায় পূর্বের পৃষ্ঠায় বর্ণিত দরুদ শরীফ ও بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পড়ে নিম্নের আরবী কবিতা দুটি পাঠ করে কসীদায়ে বুরদা গুরু করবেন।

الْحَمْدُ لِلَّهِ مُنْشِئِ الْ-خَلْقِ مِنْ عَدَمٍ	۱	ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَى الْخُتَّارِ فِي الْقَدَمِ
---	---	--

১. সব প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি অস্তিত্বহীন থেকে মখলুক সৃষ্টি করেছেন এবং প্রাণভরা দরুদ নবীয়ে মুখতার ﷺ-এর প্রতি, যিনি সব সময়ের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ মনোনীত।

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا	۲	عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِ الْ-خَلْقِ كُلِّهِ
--	---	--

২. হে মওলা! সৃষ্টির সেরা আপনার প্রিয়তম হাবীবের প্রতি রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

প্রথম অধ্যায় : ইশকে রাসূল ﷺ-এর স্মরণে

أَمِنْ تَذَكُّرٍ جِرَانٍ بِذِي سَلَمٍ	۱	مَزَجَتْ دَمْعًا جَرَىٰ مِنْ مُقَلَّةٍ بِدَمٍ
---------------------------------------	---	---

১. তোমার কি সলম বাগানের পড়শির কথা মনে পড়লো, যার জন্য রক্তাক্ত প্রবাহিত হলো?

أَمْ هَبَّتِ الرِّيحُ مِنْ تَلْقَاءِ كَاظِمَةٍ	۲	وَأَوْمَضَ الْبَرْقُ فِي الظُّلُمَاءِ مِنْ أَضْمٍ
--	---	---

২. নাকি কাযিমার দিক থেকে দমকা হাওয়া এলো, নাকি ইজাম থেকে অন্ধকার রজনীতে বিদ্যুৎ চমকালো?

فَمَا لِعَيْنَيْكَ إِنْ قُلْتَ أَكْفَأُ هَمَّتَا	۳	وَمَا لِقَلْبِكَ إِنْ قُلْتَ اسْتَفَقَ بِهِم
--	---	--

৩. তোমার চক্ষুদ্বয়ে কি হলো, কারণ বারণ করলে আরো ক্রন্দন করে, মনটাও এমন কেন যে সস্থির হতে বললে আরো অস্থির হয়ে পড়ে?

مَا بَيْنَ مَنْسَحِمٍ مِنْهُ وَمُضْطَرِمٍ

৪

أَيَحْسَبُ الصَّبُّ أَنَّ الْحُبَّ مُنْكَتَمٌ

৪. প্রেমিক কি মনে করে যে, ভালোবাসা প্রবাহিত অশ্রুজল ও প্রেমানলে পোড়া হৃদয়ে লুকিয়ে থাকতে পারে?

وَلَا أَرَقْتَ لِذِكْرِ الْبَانِ وَالْعِلْمِ

৫

لَوْلَا الْهَوَى لَمْ تُرَقْ دَمْعًا عَلَى طَلَلٍ

৫. যদি প্রেম না থাকত, তাহলে তুমি টিলার ওপর অশ্রুপাত করতে না এবং বান গাছ ও পাহাড়ের স্মরণে অস্থির হতে না।

بِهِ عَلَيْكَ عُذُولُ الدَّمْعِ وَالسَّقَمِ

৬

فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبًّا بَعْدَ مَا شَهِدْتَ

৬. প্রেমকে তুমি কিভাবে অস্বীকার করতে পার, যেহেতু অশ্রুজল এবং রোগাক্রান্ত শরীর বাস্তব সাক্ষ্য।

مِثْلَ الْبَهَارِ عَلَى خَدَيْكَ وَالْغَنَمِ

৭

وَأُتْبِتَ الْوَجْدُ خَطَى عَبْرَةٍ وَضَنَى

৭. প্রেম লাল শাখা ও হলদে ফুলের ন্যায় তোমার দু'গালে অশ্রু ও ক্ষীণতার দুটি রেখা টেনে দিয়েছে।

وَالْحُبُّ يَغْتَرِضُ اللَّذَاتِ بِالْأَلَمِ

৮

نَعَمْ سَرَى طَيْفٌ مِنْ أَهْوَى فَأَرَقْنِي

৮. হ্যাঁ, যাকে আমি ভালোবাসি রাত্রে তাঁর কথা স্মরণ এসে আমার ঘুম ভেঙে গেছে। তখন প্রেমের স্বাদ বেদনায় পরিণত হলো।

مِنِّي إِلَيْكَ وَلَوْ أَنْصَفْتَ لَمْ تَلَمْ

৯

يَا لَا تَمِي فِي الْهَوَى الْعُذْرِي مَعْدِرَةً

৯. ওহে প্রেম প্রসঙ্গে আমায় ভৎসনাকারী! আমার ওয়র আপত্তি উপেক্ষা কর না। তুমি যদি ন্যায় বিচার করতে তবে আমার নিন্দা করতে না।

عَنِ الْوُشَاةِ وَلَا دَائِي بِمُنْحَسِمِ

১০

عَدَنِكَ حَالِي لَا سِرِّي بِمُسْتَتِرِ

১০. আমার অবস্থা তুমি জেনে ফেলেছ। আমার গোপন কথা নিন্দাকারীদের কাছে আর গোপন নেই। আমার বেদনা কখনো দমবার নয়।

إِنَّ الْحُبَّ عَنِ الْعُدَالِ فِي صَمَمٍ

১১

مُخَضَّتِي النَّصَحَ لَكِنْ لَسْتُ أَسْمَعُهُ

১১. তুমি আমাকে ভালো নসীহত করেছে, কিন্তু আমি গুনতে পাইনি। আসলে প্রেমিক নসীহতকারীদের কাছে বধির।

وَ الشَّيْبُ أَبْعَدُ فِي نُصْحٍ عَنِ التَّهْمِ	১২	إِنِّي أَتَهَمْتُ نَصِيحَ الشَّيْبِ فِي عَذَلِي
---	----	---

১২. আমি বার্ষিকের নসীহতকে দোষারোপ করেছি, অথচ সেটা দোষারোপ থেকে অনেক দূরে।

الفصل الثاني: فِي مَنَعِ هَوَى النَّفْسِ

দ্বিতীয় অধ্যায় : আত্মসংযমতা

فَإِنَّ أَمَارَتِي بِالسُّوءِ مَا اتَّعَظْتُ	১৩	مِنْ جَهْلَهَا بِتَذِيرِ الشَّيْبِ وَالْهَرَمِ
--	----	--

১৩. আমার নফসে আমারা (কুরিপু) অজ্ঞতার কারণে বার্ষিকের উপদেশ গ্রহণ করলো না।

وَلَا أَعَدْتُ مِنَ الْفِعْلِ الْبَجِيلِ قَرِي	১৪	ضَيْفٍ أَلَمْ بِرَأْسِي غَيْرَ مُحْتَشِمٍ
--	----	---

১৪. যে অতিথি (বার্ষিক্য) আমার মাথার ওপর আগত, তাকে স্বাগতম জানালাম না। সৎকাজ দ্বারা তাঁর আতিথ্যও করতে পারলাম না।

لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنِّي مَا أَوْفَرُهُ	১৫	كَتَمْتُ سِرًّا بَدَأَ لِي مِنْهُ بِالْكَتَمِ
--	----	---

১৫. যদি জানতাম যে আমি তার (বার্ষিকের) সম্মান করতে পারবো না, তাহলে কলপ দ্বারা তার আবির্ভাব লুকিয়ে রাখতাম।

مَنْ لِي بِرِدِّ جِمَاحٍ مِّنْ عَوَائِيهَا	১৬	كَمَا يُرَدُّ جِمَاحُ الْخَيْلِ بِاللُّجَمِ
--	----	---

১৬. এমন কেউ আছে যে, আমার অবাধ্য নফসকে দমন করতে পারে যেমন অবাধ্য ঘোড়াকে লাগাম দ্বারা দমন করা হয়।

فَلَا تَرُمُ بِالْمَعَاصِي كَسَرَ شَهَوَاتِهَا	১৭	إِنَّ الطَّعَامَ يُفَوِّي شَهْوَةَ النَّهَمِ
--	----	--

১৭. তুমি পাপাচার দিয়ে রিপূর কামনা প্রতিহত করতে চেয়ো না। কেননা রসদ ক্ষুধাকে আরও জোরদার করে।

وَالنَّفْسُ كَالطُّفْلِ إِنْ تُهْمِلَهُ سَبَّ عَلَىٰ	১৮	حُبِّ الرِّضَاعِ وَإِنْ تَقْطِمُهُ يَنْقَطِمِ
--	----	---

১৮. নফস হলো শিশুর মতো। যতক্ষণ দুধ পান করাবে, সে পান করতে থাকবে। আর যদি তাকে স্থানচ্যুত কর, তাহলে সে দুধপান ছেড়ে দেবে।

فَاصْرِفْ هَوَاهَا وَحَازِرْ أَنْ تُؤَلِّيَهُ	১৯	إِنَّ الْهَوَىٰ مَا تَوَلَّىٰ يُضْمِ أَوْ يَضْمِ
---	----	--

১৯. অতএব নফসের কামনা পূরনে বাধা সৃষ্টি কর। সে যেন প্রবল হয়ে না উঠে। নফস প্রবল হলে কলংক ও সর্বনাশ ডেকে আনবে।

وَرَاعِهَا وَهِيَ فِي الْأَعْمَالِ سَائِمَةٌ	২০	وَإِنْ هِيَ اسْتَحَلَّتِ الْمَرْعَىٰ فَلَا تُسِمِ
--	----	---

২০. তার প্রতি কড়া নজরদারি রেখ। সে বিচরণকারী পশুর মতো। যদি সে চারণ ভূমিতে আকৃষ্ট হয় তাহলে তাকে বিচরণ করতে দিও না।

كَمْ حَسَنْتَ لَذَّةَ لِلْمَرْءِ قَاتِلَةً	২১	مِنْ حَيْثُ لَمْ يَدْرِ أَنَّ السَّمَّ فِي الدَّسَمِ
--	----	--

২১. সে (নফস) অনেক জীবননাশক বস্তুকে মানুষের চোখে সুন্দর করে দেখিয়েছে। সে বুঝতে পারতো না যে চর্বির মধ্যে বিষ রয়েছে।

وَإِخْشِ الدَّسَائِسَ مِنْ جُوعٍ وَمِنْ شَبَعٍ	২২	فَرَبَّ مَحْمَصَةٍ شَرٌّ مِّنَ التُّخَمِ
--	----	--

২২. রিপূর চক্রান্তকে সদ্য ভয় কর, ক্ষুধার্ত হও নতুবা পরিতৃপ্ত হও। কারণ অনেক সময় ক্ষুধা পরিতৃপ্তি থেকে মারাত্মক ক্ষতিকর হয়ে থাকে।

وَاسْقُوعِ الدَّمْعِ مِنْ عَيْنٍ قَدْ امْتَلَأَتْ	২৩	مِنْ آلٍ -مَحَارِمٍ وَالزِّمِّ حِمْيَةَ النَّدَمِ
---	----	---

২৩. হারাম দৃষ্টিপাতের কারণে অশ্রুপাত কর এবং সারাক্ষণ অনুশোচনার রক্ষাকবচ সাথে রেখ।

وَخَالَفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَاعْصِمَا	২৪	وَإِنْ هُمَا مَخْضَاكَ النَّصْحَ فَاتَّبِعِمَا
---	----	--

২৪. নফস ও শয়তানের বিরোধিতা কর এবং তাদের কথা অমান্য কর, যদিও বা তারা তোমাকে আন্তরিক উপদেশ দেয়। তবুও তুমি তাদের দোষারোপ কর।

وَلَا تُطْعِ مِنْهُمَا خَصْمًا وَلَا حَكَمًا	২৫	فَأَنْتَ تَعْرِفُ كَيْدَ آلٍ -خَصْمٍ وَالْحَكَمِ
--	----	--

২৫. এ দু'জনের কারো আনুগত্য কর না, হোক শত্রু বা নিরপেক্ষ। তুমি তাদের শত্রুতা ও ন্যায়পরায়নতা সম্পর্কে ভালো জান।

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ قَوْلٍ بِلَا عَمَلٍ	২৬	لَقَدْ نَسَبْتُ بِهِ نَسْلًا لِّذِي عَقْمٍ
---	----	--

২৬. আমলবিহীন কথার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই। এটা তো বন্ধ্যা রমনীর সন্তান আছে বলার মতই মিথ্যাচার।

أَمَرْتُكَ الْخَيْرَ لَكِنْ مَا اتَّمَمْتَ بِهِ	২৭	وَمَا اسْتَقَمْتُ فَمَا قَوِي لَكَ اسْتَقِمِ
---	----	--

২৭. আমি তোমাকে ভালো কাজ করতে বললাম কিন্তু নিজে সেটা পালন করলাম না। অর্থাৎ আমি নিজে সঠিক পথে চললাম না। তাই আমার কথা তোমাকে কি করে সঠিক পথে আনবে?

وَلَا تَزَوَّدْتُ قَبْلَ الْـمَوْتِ نَافِلَةً	২৮	وَلَمْ أَصَلِّ سِوَى فَرَضٍ وَلَمْ أَصُمْ
---	----	---

২৮. আমি মৃত্যুর আগে নফল কাজের দ্বারা পরকালের কোন সম্বল সংগ্রহ করতে পারিনি। ফরজ নামায ও ফরজ রোযা ছাড়া আর কিছু করিনি।

الْفَضْلُ الثَّالِثُ : فِي مَدْحِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

তৃতীয় অধ্যায় : রসুলুল্লাহ -এর প্রশংসা

ظَلَمْتُ سُنَّةَ مَنْ أَحْبَبِي الظَّلَامَ إِلَيَّ	২৯	أَنِ اشْتَكَيْتَ قَدَمَاهُ الضَّرَّ مِنْ وَرَمٍ
--	----	---

২৯. আমি যেই মহান নবীর সুন্নত বর্জন করে নিজের প্রতি জুলুম করেছি, যিনি অন্ধকার রাত্রে জাগ্রত থাকতেন। ফলে পদযুগল ফুলে ব্যথাতুর হয়ে যেত।

وَسَدَّدَ مِنْ سَعْبٍ أَحْشَاءَهُ وَطَوَى	৩০	تَحْتَ الْحِجَارَةِ كَشْحًا مُتْرَفَ الْأَدَمِ
---	----	--

৩০. তিনি ক্ষুধার তাড়নায় পেট মুবারক বেঁধে রাখতেন এবং নরম কোমর পাথরের নিচে চাপা দিতেন।

وَرَأَوْدَتُهُ الْجِبَالَ الشُّمُّ مِنْ ذَهَبٍ	৩১	عَنْ نَفْسِهِ فَأَرَاهَا أَيُّهَا شَمَمٍ
--	----	--

৩১. স্বর্ণের সুউচ্চ পাহাড় তাঁকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তিনি সে দিকে দ্রাক্ষপ না করে তাঁর মনের উচ্চতা কতখানি দেখিয়ে দিয়েছেন।

وَأَكَدَتْ زُهْدَهُ فِيهَا صَرُورَتُهُ	৩২	إِنَّ الصَّرُورَةَ لَا تَعْدُو عَلَى الْعِصَمِ
--	----	--

৩২. অভাব-অনটন তাঁর আল্লাহভক্তি আরও জোরদার করে দিয়েছিল। নিশ্চয়ই অভাব-অনটন খোদায়ী হিফাজত ভেদ করতে সক্ষম নয়।

وَكَيْفَ تَدْعُوا إِلَى الدُّنْيَا صَرُورَةُ مَنْ	৩৩	لَوْلَاهُ لَمْ تَخْرُجِ الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَمِ
---	----	---

৩৩. সেই পবিত্র সত্তাকে কি করে অভাব-অনটন দুনিয়ার প্রতি প্রলুব্ধ করতে পারে, যিনি না হলে দুনিয়াও সৃষ্টি হতো না।

مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالْثَقَلَيْنِ	৩৪	وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ غَرْبٍ وَمِنْ عَجَمٍ
---	----	--

৩৪. মুহাম্মদ ﷺ দুনিয়া-আখেরাত, মানব-দানব এবং আরব-আজমের সরতাজ।

نَبِيُّنَا الْأَمْرُ وَالنَّاهِي فَ لَا أَحَدٌ	৩৫	أَبْرَ فِي قَوْلٍ لَا مِنْهُ وَ لَا نَعَمٍ
--	----	--

৩৫. আমাদের নবী করীম ﷺ আদেশকারী ও নিষেধকারী। হ্যাঁ বা না বলার ক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ	৩৬	لِكُلِّ هَوٍ مِّنَ الْأَهْوَالِ مُقْتَحِمٍ
---	----	--

৩৬. তিনিই আল্লাহর সেই হাবীব, যাবতীয় সঙ্কটকালে যার সুপারিশের প্রত্যাশা করা যায়।

دَعَا إِلَى اللَّهِ فَالِ مُسْتَمْسِكُونَ بِهِ	৩৭	مُسْتَمْسِكُونَ بِحَبْلِ غَيْرِ مُنْفَصِمٍ
--	----	--

৩৭. তিনি ﷺ আল্লাহর দিকে আহ্বান জানিয়েছেন, যারা তাঁর আঁচল ধরেছে, তারা যেন এক অটুট শক্ত রশি আঁকড়ে ধরলো।

فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ	৩৮	وَلَمْ يُدْأَنْهُ فِي عِلْمٍ وَ لَا كَرَمٍ
---	----	--

৩৮. দৈহিক গড়ন ও চারিত্রিক গুণে তিনি ﷺ ছিলেন নবীকুল শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানে ও দানে তাঁর ধারেকাছেও কেউ পৌছতে পারেননি।

وَكُلُّهُمْ مِّنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٍ	৩৯	غَرَفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفَلَمَنَ الدِّيمِ
--	----	--

৩৯. রাসূল আকরম ﷺ-এর কাছে সকল রাসূলগণ তাঁর মহাসাগর থেকে এক অঞ্জলি কিংবা অবিরাম বৃষ্টি থেকে এক চুমুক পানি লাভের প্রত্যাশা করেন।

وَوَاقِفُونَ لَدَيْهِ عِنْدَ حَدِّهِمْ	৪০	مِنْ نُقْطَةِ الْعِلْمِ أَوْ مِنْ شَكْلَةِ آلِ حِكْمٍ
--	----	---

৪০. তাঁরা তাঁদের মর্যাদানুসারে তাঁর থেকে জ্ঞান ভাণ্ডারের এক ফোঁটা কিংবা হিকমতের সামান্য অংশ লাভের প্রত্যাশায় তাঁর সামনে দণ্ডায়মান।

فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُورَتُهُ	৪১	ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا اِبَارِئُ التَّسْمِ
--	----	---

৪১. তিনি সেই মহামানব, যার যাহেরী বাতেনী পরিপূর্ণ হওয়ার পর মহান সৃষ্টিকর্তা তাঁকে হাবীব হিসেবে মনোনীত করেছেন।

مُنَزَّةٌ عَنْ شَرِّكَ فِي مَحَاسِنِهِ	৪২	فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمٍ
--	----	--

৪২. তাঁর চারিত্রিক সৌন্দর্যাবলি শরীক মুক্ত (একক)। তাঁর সৌন্দর্যের মূল উপাদান অবিভক্ত।

دَعَا مَا ادَّعَى تَتَّ النَّصَارَى فِي بَيْبِهِمْ	৪৩	وَاحْكُمُ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتِكَمِ
--	----	--

৪৩. খ্রিস্টান সম্প্রদায় তাদের নবী প্রসঙ্গে যেসব উক্তি করে, তা থেকে বিরত থেকে এবং তোমাদের নবী ﷺ-এর শানে শরীয়তের সীমানায় যত রকমের গুণকীর্তন করতে চাও কর এবং এর প্রতি অবিচল থেকে।

فَانْسُبْ إِلَى ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ	৪৪	وَانْسُبْ إِلَى قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمٍ
--	----	---

৪৪. যত ইচ্ছা তাঁর সত্তার মর্যাদায় সম্পৃক্ত কর এবং যত প্রকার বুয়ুর্গী ও মাহাত্ম্য আছে তাঁর শানে প্রয়োগ কর।

فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ	৪৫	حَدٌّ فَيُعْرَبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِقَمٍ
--	----	--

৪৫. কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফযীলতের কোন সীমানা নেই যে, তা বর্ণনা করে শেষ করতে পারবে।

لَوْ نَاسَبَتْ قَدْرُهُ آيَاتُهُ عِظَمًا	৪৬	أَحْيَى اسْمُهُ حِينَ يُدْعَى دَا رِ الرَّمَمِ
--	----	--

৪৬. তাঁর মুজিয়া ও অলৌকিকতা যদি তাঁর মর্যাদা মুতাবেক হতো, তাহলে তাঁর নাম নিয়ে ডাক দিলে নির্দিষ্ট হাড়গুলো জীবিত হয়ে উঠতো।

لَمْ يَمْتَحِنَّا بِمَا تَعَيَّ الْعُقُولُ بِهِ	৪৭	حِرْصًا عَلَيْنَا فَلَمْ نَزْتَبْ وَلَمْ نَهَم
---	----	--

৪৭. তিনি আমাদের ওপর এমন বিধান চাপিয়ে দেন নি, যা বোধগম্য নয়। আমাদের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি করেছেন। তাই আমরা কোন সন্দেহে পতিত হইনি এবং কোন হয়রানির সম্মুখীনও হইনি।

أَعْيَ الْوَرَىٰ فَهُمْ مَعْنَاهُ فَلَيْسَ يَرَىٰ	৪৮	لِلْقُرْبِ وَالْبُعْدِ مِنْهُ غَيْرُ مُنْفَعِمٍ
---	----	---

৪৮. তাঁর আল্লাহ কামালিয়াত অনুধাবনে সৃষ্টিকুল অপারগ। তাই নিকট ও দূর থেকে তাঁকে দেখে হতবুদ্ধি না হয়ে উপায় নেই।

كَالشَّمْسِ تَظْهَرُ لِلْعَيْنَيْنِ مِنْ بُعْدٍ	৪৯	صَغِيرَةً وَتُكِلُ الطَّرْفَ مِنْ أَمَمٍ
---	----	--

৪৯. যেমন সূর্য দূর থেকে চোখের সামনে ছোট মনে হয়। আর সেদিকে তাকালে চোখ ঝলসে যায়।

وَكَيفَ يُدْرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَتَهُ	৫০	قَوْمٌ نِيَامُ تَسْلَوُا عَنْهُ بِأَلْ-حُلُمِ
---	----	---

৫০. সেই জাতি কি করে তাঁর হাকীকত উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে, যে জাতি নিদ্রায় স্বপ্নে বিভোর থাকতে সম্ভব।

فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ	৫১	وَأَنَّهُ خَيْرٌ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ
---	----	---

৫১. তাঁর সম্পর্কে এতটুকু জানা গেছে যে, তিনি নিশ্চয়ই একজন মানুষ এবং আল্লাহর সৃষ্টিকুলের সেরা।

وَكَأُلِّ أَيُّ الرُّسُلِ الْكَرَامِ بِهَا	৫২	فَاتِمَا اتَّصَلَتْ مِنْ نُورِهِ بِهِمْ
--	----	---

৫২. যত সব মুজিয়া নবীগণ প্রদর্শন করেছেন, সব তাঁরই নুর থেকে তাঁদের কাছে পৌঁছেছে।

فَإِنَّهُ شَمْسٌ فَضْلٌ هُمْ كَوَاكِبُهَا	৫৩	يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ
---	----	---

৫৩. কেননা তিনি হলেন ফযল ও করমের সূর্য আর তাঁরা (নবীগণ ^{সালাম}) হলেন তারকা রাজি, যে গুলো অন্ধকারে সূর্য থেকে আহরিত আলো মানুষের জন্য প্রকাশ করে।

حَسَىٰ إِذَا طَلَعَتْ فِي الْكَوْنِ عَمَّ هَذَا	৫৪	هَآلَ الْعَالَمِينَ وَ أَحْيَتْ سَائِرَ الْأُمَمِ
---	----	---

৫৪. শেষ পর্যন্ত যখন নুবুয়তের সূর্য উদিত হলো, তখন সারা জাহানে হেদায়তের আলো ছড়িয়ে পড়লো এবং সমগ্র মানবজাতি নবজীবন লাভ করলো।

أَكْرَمَ بِخَلْقِ نَبِيِّ زَانَهُ خُلُقُ	৫৫	بِأَلْ حُسْنٍ مُّشْتَمِلٌ بِالشَّرِّ مُتَسِمٍ
--	----	---

৫৫. নবীর পবিত্র অবয়ব কী যে সুন্দর। সুন্দর চরিত্রের সংমিশ্রনে আরও অপূর্ব হয়েছে তার চেহারা মুবারক।

كَالزَّهْرِ فِي تَرَفٍ وَالْبَدْرِ فِي شَرَفٍ	৫৬	وَالْبَحْرِ فِي كَرَمٍ وَالذَّهْرِ فِي هِمَمٍ
---	----	---

৫৬. তিনি কোমলতায় ফুলের মতো, মর্যাদায় পূর্ণিমা চাঁদের মতো, উদারতায় সাগরের মতো এবং সাহসিকতায় মহাকালের মতো।

كَأَنَّهُ وَهُوَ فَرْدٌ مِنْ جَلَالِهِ	৫৭	فِي عَسْكَرٍ حِينَ تَلْقَاهُ وَفِي حَشَمٍ
--	----	---

৫৭. তুমি তাঁর সাক্ষাতে গেলে দেখবে যে, তিনি একাকীত্বেও যেন সেনাদলের মাঝে এবং খাদেম পরিবেষ্টিত।

كَأَنَّمَا اللَّوْلُؤُ الْ-مَكْنُونُ فِي صَدَفٍ	৫৮	مِنْ مَّعْدَنٍ مَّنْطِقٍ مِّنْهُ وَمُبْتَسَمٍ
---	----	---

৫৮. কথা বলা ও হাসির সময়ে তাঁর পবিত্র মুখের দাঁত মুবারক যেন বিনুকের মাঝে সুরক্ষিত মুক্তা।

لَا طِيبَ يَعْدِلُ تُرْبًا صَمَّ أَعْظَمَهُ	৫৯	طُوبَىٰ لِّ-مُتَشَقِّقٍ مِّنْهُ وَمُلْتَمِ
---	----	--

৫৯. যে মাটি তাঁর দেহ মুবারক ধারণ করে আছে (রাওয়া পাকের মাটি) সেটার মত সুগন্ধ অন্য আর কিছু নেই। বড় সৌভাগ্যবান সে, যে সেটার স্রাণ নেয় এবং চুমু খায়।

الْفَصْلُ الرَّابِعُ : فِي مَوْلِدِ النَّبِيِّ ﷺ

চতুর্থ অধ্যায় : রাসূলুল্লাহ -এর শুভজন্ম

أَبَانَ مَوْلَدُهُ عَنْ طَيْبٍ عَنْصَرِهِ ٦٠ يَا طَيْبَ مُبْتَدَأٍ يٍّ مِنْهُ وَخُتَمَ

৬০. রসূলুল্লাহ -এর শুভজন্ম তাঁর বংশের উৎকৃষ্টতা ও সৌন্দর্যের পরিচয় বহন করে। এর সূচনাও পবিত্র, সমাপ্তিও পবিত্র।

يَوْمَ تَفْرَسَ فِيهِ الْفَرَسُ أَتَهُمْ ٦١ قَدْ أُنْذِرُوا بِحُلُولِ الْبُؤْسِ وَالنَّعَمِ

৬১. যেদিন পারসিকরা বুঝতে পেরেছিল যে তারা শিগগিরই আযাব ও দুর্দশায় পতিত হবে।

وَبَاتَ إِيَّوَانُ كِسْرَى وَهُوَ مُنْصَدِعٌ ٦٢ كَشَمَلِ أَصْحَابِ كِسْرَى غَيْرِ مُلْتَمِ

৬২. সেদিন পারস্য সম্রাটের প্রাসাদ ধসে পড়েছিল। ফলে সৈন্য সাথীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

وَالنَّارُ خَامِدَةٌ الْأَنْفَاسِ مِنْ أَسْفٍ ٦٣ عَلَيْهِ وَالنَّهْرُ سَاجِي الْعَيْنِ مِنْ سَدَمٍ

৬৩. অগ্নিপূজক পারসিকদের আগুন হতাশায় শীতল নিঃশ্বাস ফেলেছিল এবং তাদের প্রবাহমান নদী মনের দুঃখে শুকিয়ে গিয়েছিল।

وَسَاءَ سَاوَةٌ أَنْ غَاصَتْ بِحَيْرَتِهَا ٦٤ وَرَدَّ وَارِدُهَا بِالْغَيْظِ حِينَ ظَمِ

৬৪. নদী শুকিয়ে মাওয়াবাসীকে মর্মান্বিত করলো এবং তৃষ্ণার্তরা ঘাটে এসে পানি না পেয়ে ক্রোধ নিয়ে ফিরে গেল।

كَأَنَّ النَّارَ مَا بِأَلِ مَاءٍ مِنْ بَلْ ٦٥ حُرْلاً وَبِأَلِ مَاءٍ مَا بِالنَّارِ مِنْ ضَرَمٍ

৬৫. যেন দুঃখে আগুনের মধ্যে পানির আদ্র্তা আসলো আর আগুনের উত্তাপ পানির মধ্যে আসলো।

وَالْحَقُّ يَظْهَرُ مِنْ مَعْنَى وَمِنْ كَلِمٍ ٦٦ وَالْجَنُّ تَهْتَفُ وَالْأَنْوَارُ سَاطِعَةٌ

৬৬. তাঁর আগমনে জিনেরা উল্লাস করতে ছিল, উজ্জ্বল আলো চমকাচ্ছিল। আর সেই উল্লাস ও আলোর মাঝে নবুয়াতের রবি উদ্ভাসিত হলো।

عَمُوا وَصَمُوا فَأَعْلَانُ الْبَشَائِرِ لَمْ	৬৭	يُسْمَعُ وَبَارِقَةُ الْإِنْدَارِ لَمْ تُشْمِ
---	----	---

৬৭. আল্লাহদোহীরা অন্ধ ও বধির হয়ে গেল। তাই তারা সুসংবাদ শুনতে পায়নি এবং ভীতিকর বজ্রপাত দেখতে পায়নি।

مِنْ بَعْدِ مَا أَخْبَرَ الْأَقْوَامَ كَاهِنُهُمْ	৬৮	بِأَنَّ دِينَهُمْ أَلْ مُعَوَّجٌ لَمْ يَقُمْ
---	----	--

৬৮. গণকেরা আগেই বলে দিয়েছিল যে তাদের বাতিল ধর্ম আর টিকে থাকবে না।

وَبَعْدَ مَا عَاينُوا فِي الْأَفْقِ مِنْ شُهَبٍ	৬৯	مُنْقَضَةٍ وَفَقَى مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ صَمٍ
---	----	--

৬৯. আল্লাহদোহীরা আকাশ হতে অগ্নিশিখা বরতে এবং মূর্তিগুলো উপড় হয়ে পড়তে দেখেও ঈমান আনেনি।

حَتَّىٰ غَدَا عَنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ مُنْهَرِمٌ	৭০	مِنَ الشَّيَاطِينِ يَقْفُوا إِثْرَ مُنْهَرِمٍ
---	----	---

৭০. শেষ পর্যন্ত শয়তানরা ওহীর পথ ছেড়ে একে একে সব পালিয়ে গেল।

كَانَتْهُمْ هَرَبٌ ۚ أَبْطَالُ أَبْرَهَةَ	৭১	أَوْ عَسْكَرٌ بِالْحَصَىٰ مِنْ رَّاحَتَيْهِ رُمِيَ
---	----	--

৭১. যেন তারা আবরাহার পলায়ন সৈন্য বাহিনী কিংবা তাঁর পবিত্র হাতে নিষ্কিণ্ত প্রস্তরখণ্ডে আহত সৈন্য বাহিনী।

نَبَذَ بِهِ بَعْدَ تَسْيِجٍ بِيْطْنَهُمَا	৭২	نَبَذَ أَلْ مُسَبِّحٍ مِنْ أَحْشَاءِ مُلْتَقِمٍ
---	----	---

৭২. সেই কংকরগুলো তসবীহ পাঠের পর নিষ্কিণ্ত হয়েছিল যেমন তসবীহ পাঠের পর হযরত ইউনুস عليه السلام মাছের পেট থেকে বের হয়েছিলেন।

الْفَصْلُ الْخَامِسُ : فِي مُعْجَزَاتِهِ ﷺ

পঞ্চম অধ্যায় : হযুর ﷺ-এর মুজিয়াসমূহ

جَاءَتْ لِدَعْوَتِهِ الْأَشْجَارُ سَاجِدَةً	৭৩	تَمْنِي إِلَيْهِ عَلَى سَاقٍ لَا قَدَمٍ
---	----	---

৭৩. তাঁর আহ্বানে পানি-বিহীন বৃক্ষরাজি সিজদাবনত অবস্থায় হামাণ্ডি দিয়ে চলে এসেছিল।

كَاتِبًا سَطَرْتُ سَطْرًا لِمَا كَتَبْتُ	৭৪	فَرُّوعُهَا مِنْ بَدِيعِ الْخَطِّ فِي اللَّقَمِ
--	----	---

৭৪. বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা যেন রাস্তার মধ্যস্থলে এক অদ্ভূত রেখা দ্বারা হুয়ূরের প্রশংসা অঙ্কিত করে গিয়েছিল।

مِثْلُ الْعَمَامَةِ أَنِّي سَارَ سَائِرَةً	৭৫	تَقِيهِ حَرَّ وَطَيْسٍ لِلْهَجِيرِ حِمٍ
--	----	---

৭৫. তিনি উল্লেখ্য যেখানে যেতেন, মেঘের একটি টুকরা তাঁর মাথা মুবারকের ওপর ছায়াপাত করতো এবং রৌদ্রতাপ থেকে রক্ষা করতো।

أَفْسَمْتُ بِالْقَمَرِ أَلْ مُنْشَقِّ إِنَّ لَهُ	৭৬	مِنْ قَلْبِهِ نِسْبَةً مَبْرُورَةَ الْقَسَمِ
--	----	--

৭৬. আমি দ্বিখণ্ডিত চন্দ্রের সত্যিকার শপথ করে বলছি যে চন্দ্রের সাথে হুয়ূরের আন্তরিক সম্পর্ক রয়েছে।

وَمَا حَوَى الْغَارُ مِنْ خَيْرٍ وَمِنْ كَرَمٍ	৭৭	وَكُلُّ طَرْفٍ مِّنَ الْكُفَّارِ عَنْهُ عَمِي
--	----	---

৭৭. এবং শপথ করে বলছি সেই গুহার, যেথায় একত্রিত হয়েছিল কল্যাণ ও মহোত্তম এবং কাফিরদের চক্ষু তাঁদের দেখতে পায়নি।

فَالصَّدُوقُ فِي الْغَارِ وَالصَّدِيقُ لَمْ يَرْمَا	৭৮	وَهُمْ يَقُولُونَ مَا بِالْغَارِ مِنْ أَرَمٍ
---	----	--

৭৮. সত্যের মূর্তপ্রতীক হুয়ূর উল্লেখ্য ও সিদ্দিক আকবর উল্লেখ্য গুহার মধ্যে অদৃশ্য ছিলেন। কাফেররা বলছিল গুহায় কেউ নেই।

ظَنُّوا الْحِمَامَ وَظَنُّوا الْعُنْكَبُوتَ عَلَى	৭৯	خَيْرِ الْبَرِيَّةِ لَمْ تَسْجُجْ وَلَمْ تَحْمِ
---	----	---

৭৯. তারা ধারণা করেছিল, সৃষ্টির সেরা উল্লেখ্য-এর ওপর কবুতর এসে ডিম পাড়েনি এবং মাকড়সা জাল বুনেনি। আগ থেকেই এরকম ছিল।

وَقَايَةُ اللَّهِ أَعْنَتْ عَنْ مُضَاعَفَةٍ	৮০	مِنَ الدَّرُوعِ وَعَنْ عَالٍ مِّنَ الْأُطْمِ
---	----	--

৮০. আল্লাহ তাআলার হেফাজত মজবুত বর্ম ও সুউচ্চ দুর্গ থেকে যথার্থ ছিল।

مَا سَأَمَنِي الدَّهْرُ ضَيًّا وَاسْتَجَرْتُ بِهِ	৮১	إِلَّا وَنِلْتُ جِوَارًا إِنَّهُ لَمْ يَضْمِ
---	----	--

৮১. কাল চক্রের বিপদ-আপদে পড়ে যখনই তাঁর আশ্রয় চেয়েছি, তখনই তাঁর আশ্রয় পেয়েছি এবং বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছি।

وَلَا التَّمَسُّتُ غَنَى الدَّارَيْنِ مِنْ يَدِهِ	৮২	إِلَّا اسْتَلَمْتُ النَّدَى مِنْ خَيْرِ مُسْتَلَمٍ
---	----	--

৮২. যখনই আমি তাঁর কাছে উভয় জাহানের ধন কামনা করেছি, তখনই সর্বশ্রেষ্ঠ দাতার দান ও পুরস্কার লাভ করেছি।

لَا تُنْكِرِ الْوَحْيَ مِنْ رُؤْيَاهُ إِنَّ لَهُ	৮৩	قَلْبًا إِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ لَمْ يَنِمِ
--	----	--

৮৩. তাঁর স্বপ্নে প্রাপ্ত ওহী অস্বীকার করো না। তাঁর চক্ষুদ্বয় ঘুমালেও তাঁর অন্তর ঘুমায় না।

وَذَاكَ حِينَ بُلُوغٍ مِّنْ نُبُوَّتِهِ	৮৪	فَلَيْسَ يُنْكِرُ فِيهِ حَالٌ مُحْتَلَمٍ
---	----	--

৮৪. সেটাতো নুবুওয়াতে উপনিত হওয়ার কাল। তাই তখনকার স্বপ্ন অস্বীকার করা যাবে না।

تَبَارَكَ اللَّهُ مَا وَحْيِي بِمُكْتَسَبٍ	৮৫	وَلَا نَبِيٌّ عَلَيَّ غَيْبٍ بِمُتَّهِمٍ
--	----	--

৮৫. আল্লাহ অতি মহান, ওহী কোন শ্রম দ্বারা অর্জিত বিষয় নয়। আর গায়েব বলা প্রসঙ্গে কোন নবীকে দোষারোপ করা যাবে না।

آيَاتُهُ الْغُرُّ لَا يَخْفَىٰ عَلَىٰ أَحَدٍ	৮৬	بِدُؤَيْهَا الْعَدْلُ بَيْنَ النَّاسِ لَمْ يَقُمْ
--	----	---

৮৬. তাঁর মুজিয়াসমূহ অতি স্পষ্ট, কারো কাছে গোপন নয়। এগুলো ছাড়া মানুষের মধ্যে সুবিচার কায়ম হতো না।

كَمْ أَبْرَأْتُ وَصَلًّا بِاللَّمْسِ رَاحَتُهُ	৮৭	وَأَطْلَقْتُ أَرْبًا مِّنْ رَبَقَةِ اللَّمَمِ
--	----	---

৮৭. তাঁর পবিত্র হাতের স্পর্শে কত রোগী আরোগ্য লাভ করেছে এবং কত হতভাগা পাপের বন্ধন হতে মুক্ত হয়েছে।

وَأَخْيَتِ السَّنَةَ الشَّهْبَاءُ دَعْوَتُهُ	৮৮	حَتَّىٰ حَكَتْ غُرَّةً فِي الْأَعْصَرِ الدُّهُمِ
--	----	--

৮৮. তাঁর দুআয় ঘোর অন্ধকার যুগ আলোকিত হয়েছিল এবং দুর্ভিক্ষের কাল সবুজ-শ্যামলকালে পরিণত হয়েছিল।

سَيَلَّمَنَ الْيَمِّ أَوْ سَيَّلَا مِّنَ الْعَرِمِ	৮৯	بِعَارِضٍ جَادًا وَخَلَّتِ الْبُطَاحُ بِهَا
--	----	---

৮৯. তাঁর রহমতের বর্ষণ যেন সবুজের স্রোত কিংবা বৃষ্টির বাঁধভাঙ্গা ঢল।

الفصل السادس: فِي ذِكْرِ شَرَفِ الْقُرْآنِ

ষষ্ঠ অধ্যায় : কুরআন শরীফের মর্যাদার বর্ণনা

ظُهُورَ نَارِ الْقَرَىٰ لَيْلًا عَلَىٰ عِلْمٍ	৯০	دَعْنِي وَوَصْفِي آيَاتٍ لَهُ ظَهَرَتْ
---	----	--

৯০. আমাকে তাঁর মুজিয়াসমূহ বর্ণনা করতে দাও, যা প্রকাশ লাভ করেছিল পাহাড় চূড়ায়, আতিথেয়তার আগুনের মতো সুস্পষ্ট।

وَلَيْسَ يَنْقُصُ قَدْرٌ اٰغَيْرِ مُنْتَظِمٍ	৯১	فَالِدُرُّ يَزْدَادُ حُسْنًا اَوْهُوَ مُنْتَظِمٌ
--	----	--

৯১. মালা-গাঁথা অবস্থায় মুক্তার সৌন্দর্য তা অধিক শোভমান হয়। তবে এমনিতেও মুক্তার মর্যাদা কম নয়।

مَا فِيهِ مِنْ كَرَمِ الْأَخْلَاقِ وَالشِّيمِ	৯২	فَمَا تَطَاوُلُ أَمَالِ الْ-مَدِيحِ إِلَى
---	----	---

৯২. প্রশংসাকারী কখনো আশা করতে পারে না তাঁর মহান চরিত্র ও সদাচরণসমূহের পূর্ণ বিবরণ দিতে।

قَدِيمَةُ صِفَةِ الْ-مَوْصُوفِ بِالْقَدَمِ	৯৩	آيَاتُ حَقٍّ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثَةٌ
--	----	--

৯৩. কুরআনপাকের আয়াতসমূহ নতুন শব্দরাজি সংবলিত কিন্তু অর্থ স্থায়ী কেননা আল্লাহর বাণী আল্লাহর মতো স্থায়ী।

عَنِ الْ-مَعَادِ وَعَنِ عَادٍ وَعَنْ إِرَمٍ	৯৪	لَمْ تَقْتَرِنْ بِزَمَانٍ وَهِيَ تُحْبِرُنَا
---	----	--

৯৪. এ আয়াতসমূহ কোন কালের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। এগুলো আমাদেরকে পরকাল, ইরাম ও আদ-জাতির কথা শোনায়ে।

مِنَ النَّبِيِّينَ إِذْ جَاءَتْ وَ لَمْ تَدْ	৯৫	دَامَتْ لَدَيْنَا فَفَاقَتْ كُلَّ مُعْجَزَةٍ
--	----	--

৯৫. এসব মুজিয়া অন্যান্য নবীগণের মুজিয়া অপেক্ষা উত্তম। কেননা তাঁদের মুজিয়া বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এগুলো বিলুপ্ত হওয়ার নয়, চিরকাল থাকবে।

مُحْكَمَاتٌ فَمَا يُمَيِّنُ مِنْ شَبِّهِ	৯৬	لِذِي شِقَاقٍ وَلَا يُمَيِّنُ مِنْ حَكَمٍ
--	----	---

৯৬. কুরআনের আয়াতসমূহ এমন অকাট্য যে, এতে সন্দেহ করার কোন অবকাশ নেই এবং যাচাই-বাছাইয়ের কোন প্রয়োজন নেই।

مَا حُورِبَتْ قَطُّ إِلَّا عَادَ مِنْ حَرْبٍ	৯৭	أَعْدَى الْأَعَادِي إِلَيْهَا مُلْقَى السَّلَامِ
--	----	--

৯৭. ঘোরতর শত্রু তাঁর সাথে মুকাবিলা করে পারেনি। শেষাবধি চুক্তির পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে।

رَدَّتْ بِلَاغَتُهَا دَعْوَى مُعَارِضِهَا	৯৮	رَدَّ الْغَيُورِ يَدَ الْجَانِي عَنِ الْ-حَرَمِ
---	----	---

৯৮. ভদ্রলোক যেমন দুষ্ট লোককে গলাধাক্কা দিয়ে অন্তঃপুর থেকে বের করে দেয়, তেমন পাক কালামের ভাষার অলংকার স্বীয় প্রতিবাদীকে রুখে দিয়েছে।

لَهَا مَعَانٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ فِي مَدَدٍ	৯৯	وَفَوْقَ جَوْهَرِهِ فِي الْحُسْنِ وَالْفَيْمِ
---	----	---

৯৯. এসব আয়াতের অর্থ সাগরের তরঙ্গরাজির মতো সুবিন্যস্ত এবং দামি মনিমুক্তা থেকে অধিক সুন্দর ও অতিমূল্যবান।

فَمَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَى عَجَائِبُهَا	১০০	وَلَا تُسَامُ عَلَى الْإِكْتَارِ بِالسَّامِ
--	-----	---

১০০. এসব আয়াতের বিস্ময়সমূহ অগণিত, অধিক চর্চার ফলে কোন বিরক্তির উদ্বেক হয় না।

قَرَّتْ بِهَا عَيْنٌ قَارِيَهَا فَقُلْتُ لَهُ	১০১	لَقَدْ ظَفَرْتَ بِجَبَلِ اللَّهِ فَاعْتَصِمِ
---	-----	--

১০১. এসব আয়াতের অধ্যয়নকারীর চোখ শীতল হয়েছে। আমি তাকে বললাম, তুমি আল্লাহর রশ্মিধারণ করে সফলকাম হয়েছে। অতএব এতে অটল থেকো।

إِنْ تَتْلُهَا خَيْفَةً مِّنْ حَرِّ نَارٍ لَّظَى	১০২	أُطْفَأَتْ حَرُّ لَظَى مِنْ وَرْدِهَا الشَّرِيعِ
--	-----	--

১০২. যদি তুমি দোষখের আগুনের ভয়ে পাক কালাম তিলাওয়াত কর, তাহলে তুমি আয়াতের শীতল পানি দ্বারা সে আগুন নির্বাপিত করতে পারবে।

كَأَنَّهُا الْحَوْضُ تَبَيَّضُ الْوُجُوهُ بِهِ	১০৩	مِنَ الْعَصَاةِ وَقَدْ جَاؤُوهُ كَالْجُحُمِ
--	-----	---

১০৩. এ আয়াতসমূহ যেন হাওযে কাওসার, যা দ্বারা পাপীদের কয়লার মতো কালো চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

وَكَالصِّرَاطِ وَكَالْمِيزَانِ مَعْدِلَةً	১০৪	فَالْقِسْطُ مِنْ غَيْرِهَا فِي النَّاسِ لَمْ يَقُمْ
---	-----	---

১০৪. এ আয়াতসমূহ যেন পুলসিরাত আর মিয়ানের মতো মানদণ্ড, যেগুলো ব্যতীত জগতবাসীর মধ্যে সুবিচার স্থাপিত হতে পারে না।

لَا تَعْجَبَنَّ لِذِخْسُودٍ رَّاحَ يُنْكِرُهَا	১০৫	تَجَاهِلًا وَهُوَ عَيْنُ الْحَاذِقِ الْفَهْمِ
--	-----	---

১০৫. বিস্মিত হয়ো না, যদি বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান হয়েও কোন হিংসুটে অজ্ঞতার ভান করে কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করে।

قَدْ تُنْكِرُ الْعَيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ مِنْ رَمْدٍ	১০৬	وَيُنْكِرُ الْقَمُّ طَعْمَ الْمَاءِ مِنْ سَقَمٍ
--	-----	---

১০৬. কেননা রূগ্ণ চক্ষু সূর্যের কিরণ অপছন্দ করে এবং পীড়িত মুখ পানির স্বাদ বুঝে না।

الْفَصْلُ السَّابِعُ: فِي ذِكْرِ مِعْرَاجِ النَّبِيِّ ﷺ

সপ্তম অধ্যায় : মিরাজের বর্ণনা

يَا خَيْرَ مَنْ يَمَّمُ الْعَافُونَ سَاحَتَهُ	১০৭	سَعْيًا وَفَوْقَ مُتُونِ الْأَيْتَنِ الرَّسَمِ
---	-----	--

১০৭. ওগো শ্রেষ্ঠতম! যার দুয়ারে অনুগ্রহ প্রার্থীরা পদব্রজে ও দ্রুতগামী উল্টে চড়ে এসে ধর্না দেয়।

وَمَنْ هُوَ النَّعْمَةُ الْعُظْمَى لِمُغْتَمِرٍ	১০৮	وَمَنْ هُوَ الْآيَةُ الْكُبْرَى لِ مُعْتَبِرٍ
---	-----	---

১০৮. যিনি চিন্তাশীলদের জন্য বিরাট নিদর্শন এবং সৌভাগ্যবানদের জন্য বড় নেয়ামত।

كَمَا سَرَى الْبَدْرُ فِي دَاجٍ مِّنَ الظُّلُمِ

১০৭

سَرَيْتَ مِنْ حَرَمٍ لَّيْلًا إِلَى حَرَمٍ

১০৯. আপনি এক রাতে মসজিদুল হারাম থেকে সুদূর বায়তুল মুকাদ্দস পরিভ্রমণ করলেন, যেমন পুর্ণিমা চাঁদ অন্ধকার রজনীতে ভ্রমণ করে।

مِنْ قَابِ قَوْسَيْنِ لَمْ تُدْرِكْ وَلَمْ تَرْمِ

১১০

وَبِتَّ تَرْقَىٰ إِلَىٰ أَنْ نِلْتَ مَنَزِلَةً

১১০. আপনি ক্রমে উর্ধ্বগামী হয়ে দু'ধনুক পরিমাণ দূরত্বের অবস্থানে পৌছার মর্যাদা লাভ করলেন, যা অন্য কেউ লাভ করেনি এবং আশাও করেনি।

وَالرُّسُلِ تَقْدِيمِ مَخْدُومٍ عَلَىٰ خَدَمِ

১১১

وَقَدَّمْتِكَ جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ بِهَا

১১১. শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি যেমন খাদেমদের আগে থাকেন তেমনি সমস্ত নবী রাসূলগণ আপনাকে সামনে দিয়েছিলেন অর্থাৎ ইমাম মনোনীত করেছিলেন।

فِي مَوَكِبٍ كُنْتَ فِيهِ صَاحِبُ الْعِلْمِ

১১২

وَأَنْتَ تَخْتَرِقُ السَّيْعَ الطَّبَاقَ بِهِمْ

১১২. আপনি সমস্ত আসমান ভেদ করে চললেন এমন সহকর্মী নিয়ে, যার সেনাপতি ও পতাকাবাহক ছিলেন আপনি।

مِنَ الدُّنُوِّ لَا مَرْقَىٰ لَـَٔى مُسْتَنِيمٍ

১১৩

حَتَّىٰ إِذَا لَمْ تَدْعُ شَأْوَ لِمُسْتَبِقٍ

১১৩. এভাবে যেতে যেতে উর্ধ্বারোহনের আর কোন স্তর বাদ রইলো না অর্থাৎ একেবারে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে গেলেন।

نُودِيتَ بِالرَّفْعِ مِثْلَ الْـمُفْرَدِ الْعَلَمِ

১১৪

خَفَضْتَ كُلَّ مَقَامٍ بِالإِضَافَةِ إِذْ

১১৪. আপনি সবার মর্যাদা নিচু করে দিলেন, যখন একক আপনাকেই উচ্চভ্রমণে আহ্বান করা হলো।

عَنِ الْعُيُونِ وَسِرَّائِي مُكْتَمٍ

১১৫

كَيْفَا تَفُوزَ بِوَصْلِ أَيِّ مُسْتَتِرٍ

১১৫. যাতে সর্বদৃষ্টির সগোচরে অত্যন্ত গোপনে শুভ রহস্য অর্জনে ধন্য হন।

وَجُرْتَ كُلَّ مَقَامٍ غَيْرِ مُزْدَحَمٍ

১১৬

فَحَزَتْ كُلَّ فَخَارٍ غَيْرِ مُشْتَرَكٍ

১১৬. অতএব আপনি অস্বাভাবিক মর্যাদা লাভ করলেন, যার কোন ভাগী নেই এবং প্রতিটি স্তর এমনভাবে অতিক্রম করলেন, যেখানে অন্য কারো আনাগোনা নেই।

وَجَلَّ مِقْدَارُ مَا وُكِّلَتْ مِنْ رُتَبٍ	১১৭	وَعَزَّ إِدْرَاكُ مَا أُوْلِيَتْ مِنْ نِعَمٍ
---	-----	--

১১৭. আপনাকে যে পদমর্যাদা দেয়া হয়েছে, সেটা খুবই উচ্চ এবং যে নেয়ামত আপনাকে দান করা হয়েছে সেটা খুবই দুঃপ্রাপ্য।

بُشِّرِي لَنَا مَعَشَرَ الْإِسْلَامِ إِنَّ لَنَا	১১৮	مِنَ الْعِنايةِ رُكْنًا غَيْرَ مُنْهَدِمٍ
--	-----	---

১১৮. আমাদের জন্য মহা সুসংবাদ যে আমাদের এমন একটি আশ্রয় স্তম্ভ রয়েছে, সেটা কখনো বিনষ্ট হওয়ার নয়।

لَ مَا دَعَى اللَّهُ دَاعِينًا لِبِطَاعَتِهِ	১১৯	بِأَكْرَمِ الرُّسُلِ كُنَّا أَكْرَمَ الْأُمَمِ
--	-----	--

১১৯. আল্লাহ তাআলা যখন আনুগত্যের প্রতি আমাদের আহবানকারীকে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল বলে সম্বোধন করলেন, তখন আমরাও সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত হয়ে গেলাম।

الفصل الثامن: في ذكر جهاد النبي ﷺ

অষ্টম অধ্যায় : নবী করীম ﷺ-এর জিহাদের বর্ণনা

رَاعَتْ قُلُوبُ الْعَدَى أَنْبَاءُ بِعَثَّتِهِ	১২০	كُنْبَاءُ أَجْفَلَتْ غُفْلًا مِّنَ الْغَنَمِ
--	-----	--

১২০. নুবুয়তের খবর শুনে শত্রুদের মন ভয়ে কেঁপে উঠলো যেমন ভয়াব্র্ত শব্দে আনমনা ছাগল পলায়ন করে।

مَا زَالَ يَلْقَاهُمْ فِي كُلِّ مَعَرَكٍ	১২১	حَتَّىٰ حَكَّوْا بِالْقَنَالِ خِمَا عَلَىٰ وَصَمٍ
--	-----	---

১২১. প্রতিটি যুদ্ধে বিপদগামীদের সম্মুখীন হয়েছেন এবং বর্শার আঘাতে শত্রু পক্ষকে ক্ষত-বিক্ষত করেছেন।

وَدُ الْفِرَارِ فَكَادُوا يَغِطُونَ بِهِ	১২২	أَشْلَاءَ سَالَتْ مَعَ الْعِقبَانِ وَالرَّحِمِ
--	-----	--

১২২. শত্রুরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে খুব পটু ছিল। তারা বাজ শকুনের মতো উড়ে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল।

مَا لَمْ تَكُنْ مِنْ لَيْلِي الْأَشْهُرِ أَلْ حُرْمِ

১২৩

تَمْضِي اللَّيَالِي وَ لَا يَدْرُونَ عِدَّتَهَا

১২৩. যুদ্ধে রাতের পর রাত কেটে যায়, কিন্তু নিষিদ্ধ মাসসমূহ না আসা পর্যন্ত তারা এর গননা থেকে অজ্ঞাত।

بِكُلِّ قَوْمٍ إِلَى لَحْمِ الْعِدَى قَرِمِ

১২৪

كَأَنَّمَا الَّذِينَ ضَيْفٌ حَلَّ سَاحَتَهُمْ

১২৪. দীন ইসলাম যেন এক মেহমান, যে প্রত্যেক গোত্রপতিকে নিয়ে শত্রুর মাংস খাওয়ার জন্য ওদের আঙ্গিনায় উপনিত।

تَرْمِي بِمَوْجٍ مِّنَ الْأَبْطَالِ مُلْتَطِمِ

১২৫

يُخْرِزُ بَحْرَ حَمِيسٍ فَوْقَ سَابِغَةٍ

১২৫. যুদ্ধের সাগরে দ্রুতগামী বাহন নিয়ে এগিয়ে চলেন এবং সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো শত্রুবাহিনীর ওপর ক্রমান্বয়ে আছড়ে পড়ে।

يَسْطُو بِمُسْتَأْصِلٍ لِلْكَفْرِ مُضْطَلِمِ

১২৬

مِنْ كُلِّ مُتَنَدِبٍ لِلَّهِ مُحْتَسِبِ

১২৬. প্রতিটি মুজাহিদ আল্লাহর ডাকে সাড়া দানকারী এবং তাঁর অনুগ্রহ প্রত্যাশী তাঁরা কুফরীর মূলোৎপাটনে সদা অগ্রগামী।

مِنْ بَعْدِ غُرَبَتِهَا مَوْصُولَةَ الرَّحِمِ

১২৭

حَتَّىٰ عَدَتْ مِلَّةَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ بِهِمْ

১২৭. মিল্লাত ইসলাম শেষ পর্যন্ত জিহাদের পর পরস্পর আপন জনের মতো শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

وَخَيْرٍ بَعْلٍ فَلَمْ تَيْتَمَ وَلَمْ تَيْمِ

১২৮

مَكْفُولَةٌ أَبَدًا مِنْهُمْ بِخَيْرٍ أَبٍ

১২৮. তাদের মধ্য হতে কেউ শ্রেষ্ঠ পিতা, কেউ শ্রেষ্ঠ স্বামীরূপে মিল্লাত ইসলামের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। ফলে এ জাতি কখনো এতিম বা বিধবা হবে না।

مَاذَا رَأَوْ مِنْهُمْ فِي كُلِّ مُضْطَدَمِ

১২৯

هُمْ الْجِبَالُ فَسَلَّ عَنْهُمْ مُصَادِمُهُمْ

১২৯. তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে পাহাড়ের মত অনড় ছিলেন, প্রতিপক্ষকে জিঙেস করে দেখ, যুদ্ধ ক্ষেত্রে তাঁরা কেমন বীরত্ব দেখিয়ে ছিলেন।

فُضُولٌ خَتَفَ لَهُمْ أَذْهَىٰ مِنَ الْوُحْمِ

১৩০

وَسَلَّ حُنَيْزًا وَسَلَّ بَدْرًا وَسَلَّ أَحَدًا

১৩০. হোনাইনের যুদ্ধ, বদর যুদ্ধ ও ওহুদ যুদ্ধের অবস্থা জিজ্ঞেস কর, তাদের (শত্রুদের) কাছে মহামারি থেকে মারাত্মক ছিল।

مِنَ الْعِدَىٰ كُلِّ مُسَوِّدٍ مِّنَ اللَّحْمِ

১৩১

الْمُضْدِرِّي الْبَيْضِ حُمْرًا بَعْدَمَا وَرَدَتْ

১৩১. তাঁরা শত্রু পক্ষের কালো চুলের মাথায় বাকবাকে সাদা তলোয়ার ঢুবিয়ে রক্ত রঞ্চিত করে টেনে আনতেন।

أَقْلَامُهُمْ حَرْفَ جِسْمٍ غَيْرِ مُنْعَجِمٍ

১৩২

وَالْكَاتِبِينَ بِسُومِ الْخَطِّ مَا تَرَكَتْ

১৩২. এবং তাদের কলম সদৃশ বল্লম দ্বারা শত্রু পক্ষের শারীরিক কোন অংশ অলিখিত (আঘাতবিহীন) রাখতেন না।

وَالْوَرْدُ يَمْتَارُ بِالسَّيِّئَةِ عَنِ السَّلَمِ

১৩৩

شَاكِي السَّلَاحِ لَهُمْ سَيِّئًا تُمَيِّزُهُمْ

১৩৩. তারা সশস্ত্রাবস্থায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত চেহারার অধিকারী ছিলেন। তাঁরা কাঁটাদার বৃক্ষে গোলাপ ফুলের মতো ছিলেন।

فَتَحَسَّبَ الزَّهْرُ فِي الْأَكْثَامِ كُلِّ كَمٍ

১৩৪

تُهْدِي إِلَيْكَ رِيَّاحُ النَّصْرِ نَشْرَهُمْ

১৩৪. বিজয়ের বাতাস আপনার কাছে সুখবর নিয়ে আসে। সমস্ত মুজাহিদকে গোলাপ ফুল মনে করুন যুদ্ধের ময়দানে।

مِنْ سِدَّةِ الْحَزْمِ لَا مِنْ سِدَّةِ الْ-حُزْمِ

১৩৫

كَأَنَّهُمْ فِي ظُهُورِ الْ-خَيْلِ نَبْتُ رَبِّ

১৩৫. অশ্বপৃষ্ঠে তাঁরা যেন টিলার গাছপালা। এটা তাঁদের মনোবলের কারণে, শত্রু রশির বন্ধে নয়।

فَمَا تَفَرَّقُ بَيْنَ الْبَهْمِ وَالْبَهْمِ

১৩৬

طَارَتْ قُلُوبُ الْعِدَىٰ مِنْ بَأْسِهِمْ فَرَقًا

১৩৬. তাঁদের বাহাদুরী দেখে শত্রুদের মন দূরদূর করে কেঁপে উঠতো। ফলে তারা পশু ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য করতে পারতো না।

إِنْ تَلَقَّه الْأَسَدُ فِي أَجَامِهَا حَجِمَ

১৩৭

وَمَنْ تَكُنْ بِرَسُولِ اللَّهِ نَصْرَتُهُ

১৩৭. যারা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুনজর লাভ করেছে, তাদের দেখলে বনের বাঘেরাও নতশীর্ হয়ে থাকে।

وَلَنْ تَرَىٰ مِنْ وَبِّيْ غَيْرِ مُتَّصِرٍ	১৩৮	بِهِ وَلَا مِنْ عَدُوٍّ غَيْرِ مُنْقَصِمٍ
---	-----	---

১৩৮. তুমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এমন কোন প্রিয় বান্দাকে দেখবে না, যিনি সাহায্যপ্রাপ্ত নন এবং তাঁর এমন কোন শত্রুকে দেখবে না, যে অধপতিত নয়।

أَحَلَّ أَمَّتُهُ فِي حَرْزِ مِلَّتِهِ	১৩৯	كَالْلَيْثِ حَلَّ مَعَ الْأَشْبَالِ فِي أَجَمٍ
--	-----	--

১৩৯. তিনি তাঁর উম্মত কে স্বীয় কিল্লায় হেফাজতে রেখেছেন যেমন সিংহ তার শাবকদের নিয়ে ঝোঁপে নিরাপদে রাখে।

كَمْ جَدَلْتُ كَلِمَاتُ اللَّهِ مِنْ جَدَلٍ	১৪০	فِيهِ وَكَمْ خَصَمَ الْبُرْهَانُ مِنْ خَصِمٍ
---	-----	--

১৪০. আল্লাহর বাণী প্রতিপক্ষের সাথে কতইনা লড়েছে এবং সত্য প্রমাণিত হয়ে বিপক্ষকে কতবার হারিয়েছে।

كَفَّاكَ بِالْعِلْمِ فِي الْأُمِّيِّ مُعْجِرَةً	১৪১	فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْتَّأْدِيبِ فِي الْيَوْمِ
---	-----	---

১৪১. অজ্ঞতার যুগে একজন উম্মীর মধ্যে এত অগাধ জ্ঞান এবং একজন অনাথের মধ্যে এত মন মুগ্ধকর আদব-আখলাক এক মহান মুজিয়া।

الْفَصْلُ التَّاسِعُ : فِي طَلَبِ مَنْ اللَّهِ وَشَفَاعَةِ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

নবম অধ্যায় : আল্লাহর সমীপে মাগফিরাত

ও নবী ﷺ-এর সমীপে সুপারিশ ভিক্ষা

خَدَمْتُهُ بِمَدِيحٍ أَسْتَقْبِلُ بِهِ	১৪২	ذُنُوبَ عُمَرِ مَضَىٰ فِي الشَّعْرِ وَالْخَدَمِ
--	-----	---

১৪২. আমি কাব্য রচনা করে বিত্তবানদের খিদমত করত জীবনে যে পাপ করেছি এর থেকে মুক্তিলাভের আশায় নবীর প্রশংসা করে কবিতা রচনা করলাম।

إِذْ قَلَّدَانِي مَا تُخْشَىٰ عَوَاقِبُهُ	১৪৩	كَأَنِّي بِهِمَا هَدَىٰ مِنَ النَّعَمِ
---	-----	--

১৪৩. কেননা আমার গলায় আমার হৃদয় পাপরাশির হার পরিয়ে দিয়েছে, যার পরিণাম ভয়ংকর। আমি যেন এক চতুষ্পদ জন্তু হয়ে গেলাম।

أَطَعْتُ غَيَّ الصَّبَا فِي الْحَالَتَيْنِ وَمَا	১৪৪	حَصَلْتُ إِلَّا عَلَى الْإِثَامِ وَالنَّدَمِ
--	-----	--

১৪৪. আমি সুদিনে দুর্দিনে শৈশবে ভুল-ভ্রান্তির আনুগত্য করেছি। ফলে অনুতাপ ও পাপ ছাড়া আর কিছুই অর্জন করিনি।

فَيَا خَسَارَةَ نَفْسٍ فِي تِجَارَتِهَا	১৪৫	لَمْ تَشْرِ الدِّينَ بِالدُّنْيَا وَلَمْ تَسْمِ
---	-----	---

১৪৫. হ্যায় দুঃখ! আমার কারবার ভীষণ লোকসানের শিকার। দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাত খরিদ করতে পারলাম না।

وَمَنْ يَبِيعُ أَجَلًا مِّنْهُ بِعَاجِلِهِ	১৪৬	بَيْنَ لَهُ الْغَبْنُ فِي بَيْعٍ وَفِي سَلَمٍ
--	-----	---

১৪৬. যে ব্যক্তি পরকালকে ইহকালের বিনিময়ে বিক্রি করে, এ ব্যবসায় ওর ক্ষতি নিশ্চয় প্রকাশ পাবে।

إِنْ آتَ ذَنْبًا فَمَا عَهْدِي بِمُنْقِضٍ	১৪৭	مِنَ النَّبِيِّ وَلَا حَ لِي بِمُنْصَرِمٍ
---	-----	---

১৪৭. যদিওবা আমি গুনাহ করেছি, আমার সাথে নবীজির প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হবে না এবং আমার প্রত্যাশার রজু অবিচ্ছিন্ন থাকবে।

فَإِنْ لِي ذِمَّةٌ مِّنْهُ بِتَسْمِيَّتِي	১৪৮	مُحَمَّدًا وَهُوَ أَوْ فِي الْخَلْقِ بِالدَّيْمِ
---	-----	--

১৪৮. কেননা আমার নাম মুহাম্মদ হওয়ায় আমার দায়ভার তাঁর হাতে আর তিনি তো সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রতিশ্রুতি সংরক্ষণকারী।

إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَعَادِي أَخِذَا بِيَدِي	১৪৯	فَضْلًا وَإِلَّا فَقُلْ يَا زَلَّةَ الْقَدَمِ
---	-----	---

১৪৯. তিনি যদি পরকালে মেহেরবানী করে আমার হাত ধরে না রাখেন, তাহলে আমার কী যে পদদলিত হবে বলতে পারছি না।

حَاشَاهُ أَنْ يُحْمَ الرَّاجِي مَكَارِمَهُ	১৫০	أَوْ يَرْجِعَ الْجَارُ مِنْهُ غَيْرُ مُحْتَرَمٍ
--	-----	---

১৫০. এটা তাঁর শান নয় যে, তাঁর করুণা প্রত্যাশীকে তিনি ব্যথিত করবেন অথবা তার আশ্রয়প্রার্থীকে অপমানিত করে ফিরিয়ে দেবেন।

وَجَدْتُهُ لـ خَلَاصِي خَيْرٍ مُلتَزِمٍ

১৫১

وَمُنْدُ الزَّمْتِ أَفْكَارِي مَدَائِحُهُ

১৫১. যখন থেকে আমি তাঁর প্রশংসাকাব্য রচনায় আমার চিন্তা-চেতনা নিয়োজিত করি, তখন থেকে আমি তাঁকে আমার মুক্তির শ্রেষ্ঠ অছিলা হিসেবে পেয়েছি।

إِنَّ الْحَيَا يُنْبِتُ الْأَزْهَارَ فِي الْأَكَمِ

১৫২

وَأَنْ يَقُوتَ الْغِنَى مِنْهُ يَدًا تَرَبَّتْ

১৫২. নিকৃষ্টতম ব্যক্তিও তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করলে, কখনো নৈরাশ হয় না। বারিধারা পাহাড় পর্বতেও শাক-সবজি জন্মায়।

يَدَا زُهَيْرٍ بِمَا أَتْنَى عَلَى هَرَمٍ

১৫৩

وَلَمْ أَرِدْ زَهْرَةَ الدُّنْيَا الَّتِي اقْطَعْتُ

১৫৩. আমি দুনিয়ার ধন-দৌলত চাই না, যা হারিম ইবনে হারশামের প্রশংসা করে কবি যুহাইর দু'হাতে লুণ্ঠে নিয়েছিল।

الْفَصْلُ الْعَاشِرُ : فِي الْمُنَاجَاتِ وَعَرْضِ الْحَاجَاتِ

দশম অধ্যায় : মুনাজাত ও প্রয়োজনের প্রার্থনা

سَوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمِيمِ

১৫৪

يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِي مِنَ الْوُدِّ بِهِ

১৫৪. ওগো সৃষ্টির সেরা দয়ালু! মহাসংকট মূহূর্তে আপনি ছাড়া আমার আর কেউ আশ্রয়দাতা নেই।

إِذَا الْكَرِيمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُتَقِمٍ

১৫৫

وَلَنْ يَضِيقَ رَسُولَ اللَّهِ جَاهُكَ بِي

১৫৫. যখন আল্লাহ শাস্তিদাতা হিসেবে আবির্ভূত হবেন, হে রাসূলুল্লাহ! তখন আমার প্রসঙ্গে সুপারিশে আপনার সম্মান স্ফূর্ত হবে না।

وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

১৫৬

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَصَرَّتْهَا

১৫৬. দুনিয়া-আখেরাত তো আপনার দান এবং লওহ-কলম আপনার জ্ঞান ভাণ্ডারের আওতায়।

إِنَّ الْكِبَارِ فِي الْغُفْرَانِ كَاللَّمَمِ

১৫৭

يَا نَفْسُ لَا تَقْنَطِي مِنْ رَلَّةٍ عَظُمَتْ

১৫৭. ওহে মন! বড় গুনাহের জন্য নিরাশ হয়ো না। কেননা ক্ষমার সামনে বড় গুনাহও নগন্য হয়ে যায়।

لَعَلَّ رَحْمَةَ رَبِّي حِينَ يَقْسِمُهَا	১৫৮	تَأْنِي عَلَى حَسْبِ الْعُصْيَانِ فِي الْقَسَمِ
---	-----	---

১৫৮. আল্লাহ যখন রহমত দান করবেন, আশা করা যায় তা গুনাহের পরিমাণ মত হবে। অধিক পাপের জন্য অধিক রহমত জুটবে।


يَا رَبِّ وَاجْعَلْ رَجَائِي غَيْرَ مُنْكَسٍ	১৫৯	لَدَيْكَ وَاجْعَلْ حِسَابِي غَيْرَ مُنْجِرِمٍ
--	-----	---

১৫৯. হে পরওয়ারদিগার! অধমের অভিপ্রায় পরিপূর্ণ করিও এবং আমাকে হিসাব-নিকাশ কালে ব্যর্থ করিও না।

وَالطُّفُفُ بِعَبْدِكَ فِي الدَّارَيْنِ إِنَّ لَهُ	১৬০	صَبْرًا مَتَى تَدْعُهُ الْأَهْوَالُ يَنْهَزِمِ
--	-----	--

১৬০. এবং তোমার বান্দাকে দু'জাহানে অনুগ্রহ কর। যে ধৈর্য হারিয়ে ফেলো, বিবিধ মুসিবত তাকে ঘেরাও করে।


وَأُذِنَ لِقُشْحَبِ صَلَاةٍ مِّنْكَ دَائِمَةً	১৬১	عَلَى النَّبِيِّ بِمَنْ هَلْ وَمُنْسَجِمِ
---	-----	---

১৬১. এবং তোমার শাস্ত দরুদ সালামের মেঘরাশিকে নবীজি -এর ওপর অবিরাম বারিপাতের নির্দেশ দাও।

وَالْأَلِ وَالصَّحْبِ ثُمَّ التَّابِعِينَ لَهُمْ	১৬২	أَهْلُ الْوُفَى وَالْتَقَى وَالْجِلْمِ وَالْكَرَمِ
--	-----	--

১৬২. এবং তাঁর বংশধর, সাহাবী ও তাবেয়ীদের প্রতি সালাম, যারা ছিলেন তাকওয়া, সহনশীলতা ও উদারতার মূর্তপ্রতীক।

ثُمَّ الرِّضَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَنْ عُمَرَ	১৬৩	وَعَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ عُثْمَانَ ذِي الْكُرَمِ
--	-----	---

১৬৩. অতঃপর হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান ও হযরত আলী -এর প্রতি সন্তুষ্টি বর্ণিত হোক।

مَا رَنَحْتَ عَذَابَاتِ الْبَانِ رِنِحُ صَبَا	১৬৪	وَأَطْرَبَ الْعَيْسَ حَادِي الْعَيْسِ بِالْإِنْعَمِ
---	-----	---

১৬৪. যতদিন বান গাছের ডালে প্রভাতী বাতাস দোলা দিতে থাকবে এবং উটের চালক গান গেয়ে উটকে মত্ত রাখবে, ততদিন রহমতের বারিধারা অবতীর্ণ কর।

سَأَلْتُكَ الْخَيْرَ يَا ذَا الْجُودِ وَالْكَرَمِ

১৬৫

فَاغْفِرْ لَنَا شِدِّهَا وَاغْفِرْ لِقَارِئِهَا

১৬৫. হে আল্লাহ! কসীদার রচয়িতা ও এর পাঠককে ক্ষমা করে দাও। হে দয়াময় ও দানশীল! তোমার দরবারে কল্যাণ প্রার্থনা করি।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ، تَقَبَّلْ مِنَّا

إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী'র প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

রচিত:

০১. প্রিয় নবীজীর পবিত্র জীবন
০২. আখিয়া কেরামের ইতিকথা
০৩. ইসলামী জ্ঞানকোষ
০৪. ছাহাবা কেরামের জীবনকথা
০৫. ইতিহাসের দর্শন কাহিনী
০৬. পবিত্র শবে কদর, বরাত ও মিরাজ
০৭. ইতিহাসে প্রথম কে, কি ও কেন?
০৮. কুরআন সূন্নাহর আলোকে যাকাতের বিধান
০৯. কুরআন সূন্নাহর আলোকে রোযার বিধান
১০. কুরআন সূন্নাহর আলোকে পর্দার বিধান
১১. কুরআন সূন্নাহর আলোকে হজ্জ ও ওমরার বিধান
১২. উত্তম কাহিনী
১৩. সহজ ইসলাম শিক্ষা
১৪. আব্দুল্লাহ শাহ আব্দুল জব্বার (রহ.) জীবন ও আদর্শ
১৫. দরুদ শরীফের তাৎপর্য
১৬. ইতিহাসের অলৌকিক কাহিনী
১৭. বড়পীর ছাহেবের নসীহত
১৮. উপমহাদেশের প্রখ্যাত আউলিয়া কেরামের জীবনকথা
১৯. কুরআন পরিচিতি ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ
২০. কুরআন মজীদ ও মানবজাতি
২১. ইসলামী আদর্শ
২২. আদর্শ পরিবার ও বিবাহ
২৩. ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী বীমা
২৪. আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
২৫. কুরআন ও তাফসীর শাস্ত্র পরিচিতি
২৬. ফিকহ ও আইন শাস্ত্র পরিচিতি
২৭. কুরআন-সূন্নাহর আলোকে আদাব-আখলাক
২৮. কুরআন সূন্নাহর আলোকে নামাযের বিধান
২৯. হাদীস শরীফ ও হাদীসশাস্ত্র পরিচিতি
৩০. হাদীস শরীফ সিহাহ সিগ্গা পরিচিতি
৩১. হাদীস ফিকহ ইজতিহাদ ও তাকলীদ
৩২. ইমাম আবু হানিফার জীবন ও কর্ম
৩৩. হাদীস শরীফ পরিচিতি
৩৪. মজলিসে আওলিয়া
৩৫. প্রিয় নবীজীর প্রিয় প্রসঙ্গ
৩৬. হযরত কেবলা ও হুজুর কেবলার উপদেশ
৩৭. হাদীস ফিকহ এবং ইমাম আবু হানীফা
৩৮. আহলে বায়ত (প্রকাশের পথে)
৩৯. প্রখ্যাত মহিলা সাহাবী প্রকাশের পথে
৪০. সুসংবাদ প্রাণ্ড দশ সাহাবী প্রকাশের পথে
৪১. নির্বাচিত হাদীস শরীফ প্রকাশের পথে
৪২. ইবাদত প্রকাশের পথে
৪৩. ইমামুল হাদীস পরিচিতি
৪৪. ইসলামের চারস্তম্ভ প্রকাশের পথে
৪৫. ইতিহাসের জীবন্ত কাহিনী প্রকাশের পথে
৪৬. বিশ্ব বরণ্য আউলিয়ার জীবনকথা প্রকাশের পথে
৪৭. প্রাণী জগতের জীবন কথা
৪৮. চার ইমামের জীবন - ১, ২, ৩, ৪ প্রকাশের পথে
৪৯. চার খলিফার জীবন - ১, ২, ৩, ৪ প্রকাশের পথে
৫০. চার তরীকার ইমামের জীবন - ১, ২, ৩, ৪ প্রকাশের পথে

অনূদিত :

১. আরকানুল ইসলাম (পাঁচ স্তম্ভ)
২. শাযখ ফরিদ উদ্দীন আগার (রাহ.)-এর নসীহত
৩. শেখ সাদীর উপদেশাবলী
৪. পয়গামে মুহাম্মদ (সা.)
৫. নাজাত
৬. সহজ ফিকহ শিক্ষা
৭. জরুরী মাসআলা-মাসায়েল
৮. ঈমানের শাখা-প্রশাখা
৯. হৃদয়ের আলো
১০. সাত মাসআলার সমাধান
১১. আত্মার বাণী
১২. শেখ ফরিদের নসীহত নামা
১৩. কুরআন-সূন্নাহর আলোকে গীবত
১৪. আদেশ ও উপদেশ
১৫. রহমতে আলম
১৬. শেখ সাদীর নসীহত
১৭. উপদেশাবলী
১৮. আল-কুরআন চূড়ান্ত মুজিয়া-আহমদ দিদাত
১৯. আখলাকে মুহাম্মদী (সা.)
২০. আখিয়া কাহিনী
২১. সুফীতত্ত্ব ও সুফিয়ায়ে কেরাম
২২. আল-কাওলুল জামিল
২৩. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একশত মুজিয়া
২৪. মহানবীর (সা.) শত মুজিয়া
২৫. মানবজীবনে কুরআনের শিক্ষা
২৬. রাসুলুল্লাহ প্রতি নির্বেদিত কসীদা সমগ্র
২৭. মদীনা শরীফের ঐতিহাসিক স্থান পরিচিতি
২৮. হাদীসের আলোকে মুসলিমদের মর্যাদা
২৯. কুরআন সূন্নাহর আলোকে কবীরী গুনাহ
৩০. ছোটদের নবী রসূল-১
৩১. ছোটদের নবী রসূল-২
৩২. ছোটদের নবী রসূল-৩
৩৩. ছোটদের নবী রসূল-৪
৩৪. কাসীদায়ে নোমান
৩৫. কাসীদায়ে বুরদা
৩৬. কাসীদায়ে গাউসিয়া
৩৭. ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (রা.) প্রকাশের পথে
৩৮. ছন্দে ছন্দে মহানবীর নাম মোবারক প্রকাশের পথে
৩৯. কারিমায়ে সাদী
৪০. ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম বুখারী রহ. প্রকাশের পথে
৪১. তাঁলীমে মারফাত- হযরত মাওলানা শামসুল হক (রাহ.)
৪২. নির্বাচিত প্রবন্ধ: বায়তুশ শরফের পীর সাহেব (রাহ.)
৪৩. নির্বাচিত ভাষণ: বায়তুশ শরফের পীর সাহেব (রাহ.)
৪৪. সর্মপতি শব্দাবলী (কবিতা সংকলন-এক)
৪৫. এসো গল্প পড়ি জীবন গড়ি (এক)
৪৬. এসো গল্প পড়ি জীবন গড়ি (দুই)
৪৭. খুতবাতে পীরে বায়তুশ শরফ
৪৮. মালফুযাতে পীরে বায়তুশ শরফ
৪৯. প্রশ্নোত্তরে ধীন দুনিয়া-১-২-৩
৫০. বায়তুশ শরফের চাঁদ : আবদুল হালীম খাঁ

★ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত

Web : www.saaajbd.org
e-mail : abdulhai.nadvi@yahoo.com



বায়তুশ শরফ কমপ্রেস

শাহ আবদুল জব্বার (রাহঃ) সড়ক
ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম-৪১০০